NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ শীত এলে বইমেলা জেগে ওঠে, অথচ পাঠক শীতঘুমে, ফেসবুকের নেশা

রাইস মিলের ফেলে রাখা ছাইয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী, উদাসীন কর্তৃপক্ষ ৫

কলকাতা ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.12.2024, Vol.18, Issue No. 172 8 Pages, Price 3.00

বাংলাদেশ ইস্যুতে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ চাওয়ার প্রস্তাব মমতার

আটক ৭৯ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আরও এক বার দল এবং সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তা-ই নয়, সোমবার দুপুরে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিয়ে তিনি বাংলাদেশে শান্তিসেনা (পিস কিপিং ফোর্স) পাঠানোর জন্য কেন্দ্রকে রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে কথা বলার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রস্তাব, কেন্দ্র রাষ্ট্রসংঘের কাছে বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানোর আর্জি জানাক।'

একই সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বিবৃতি দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিন প্রধানমন্ত্রী। যদি তাঁর কোনও অসুবিধা থাকে, তবে বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিন।' বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আরও এক বার দল এবং সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি জানান, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই। তাই তাঁরা কেন্দ্রের পরামর্শ মেনে চলবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশে ভারতীয়রা আক্রান্ত হলে তাঁর সরকার তা সহ্য করবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'যদি বাংলাদেশে ভারতীয়রা আক্রান্ত হন, তবে আমরা তা সহ্য করব না। আমরা তাঁদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি।' এই প্রসঙ্গেই তাঁর সংযোজন, 'আমাদের পরিবার, সম্পত্তি এবং প্রিয় মানুষেরা বাংলাদেশে আছেন। ভারত সরকার এই বিষয়ে যে অবস্থান নেবে, আমরা তা গ্রহণ করব। কিন্তু বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে ধর্মীয় কারণে কেউ

অত্যাচারিত হলে আমরা তার নিন্দা জানাই। আমরা এই বিষয়ে ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানাচ্ছি।'

বাংলাদেশ নিয়ে কেন্দ্র চুপ করে রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে বিজেপিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'আমি গত ১০ দিন ধরে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে রয়েছে। অথচ তাদের দল বলছে সব আটকে দেব। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।' মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, ওয়াকফ বিল নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার পর যে লিখিত প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে যাবে, তার সঙ্গে থাকবে তাঁর শান্তিসেনা সংক্রান্ত প্রস্তাবও।

বৃহস্পতিবারও বিধানসভার অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মমতা জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ নিয়ে দেশের সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে তিনি তার সঙ্গে আছেন। বুধবার সংসদের বাইরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা বলেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, বাংলাদেশের ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। বাংলাদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী বা বিদেশ মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, গত ১০ দিন ধরে বাংলাদেশে উদ্বেগজনক বহু ঘটনা ঘটলেও সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নীরব। বিধানসভায় এদিন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ফের বিবৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, ভুল করে জলসীমা অতিক্রম করায় এ রাজ্যের ৭৯ জন মৎস্যজীবীকে বাংলাদেশের একটি থানায় আটক করে রাখা হয়েছে। রাজ্যের তরফ থেকে তাদের আইনজীবী দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তা স্বত্বেও ওই মৎস্যজীবীরা মুক্তি পাননি। আগে কখনোই এরকম ঘটনা ঘটেনি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। অথচ বাংলাদেশী ট্রলার ডুবে যাওয়ার পরে উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীদের নিরাপদে এ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও এ রাজ্যের বহু মানুষের পরিবার-পরিজন বাংলাদেশে রয়েছে। তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

'শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব'

ফের দলের পূর্ণ রাশ নিজের হাতেই রাখার বার্তা নেত্রী মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি 'আমি' নয়, 'আমরা'য় বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন 'টিমওয়ার্কে'। সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন, তৃণমূলে শেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।

উপনির্বাচনে জয়ী রাজ্যের ছয় তৃণমূল বিধায়ককে সোমবার বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তার পরে বিধানসভার অন্দরে নৌসাদ আলি কক্ষে তাঁদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের অন্য বিধায়কেরাও। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই বৈঠকেই মমতা বিভিন্ন জল্পনা এবং গুজবের প্রতি ইঙ্গিত করে জানান, কে কী বলছে ভাবার দরকার নেই। যত দিন তিনি আছেন, তত দিন দলের বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। অর্থাৎ, দলে ক্ষমতার দ্বিতীয় কোনও ভরকেন্দ্র যে নেই, তা আরও এক বার দলের অন্দরে স্পষ্ট করে দিলেন মমতা।

মমতার সঙ্গে বিধায়কদের ওই বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রত বক্সী, যে প্রবীণ নেতার সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্ক খুব মসৃণ নয় বলে দলের অন্দরে সকলেই জানেন। তবে বক্সী মমতার আস্থাভাজন। সূত্রের খবর, মমতা বিধায়কদের বৈঠকে বলেছেন, তিনি এবং বক্সী মিলে দল চালিয়ে নিতে পারবেন।

মমতার এই ঘোষণা অবশ্য একটি ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের অঙ্গ, যা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তৃণমূলের অন্দরে চলছে। প্রথমে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে মমতার দলের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব হাতে নেওয়া, জাতীয় কর্মসমিতিতে প্রবীণ নেতাদের অন্তর্ভুক্তি, অভিষেক 'দিল্লির মুখপাত্র' কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরে টানাপড়েন, বুধবার দিল্লিতে সংসদীয় বৈঠকে সংসদের অন্দরে তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে অভিষেকের নির্দেশ এবং অতঃপর বৃহস্পতিবার মমতার বক্তব্য, সংসদীয় দলের অবস্থান কোনও 'ব্যক্তিবিশেষ' ঠিক করবেন না, ঠিক করবে সংসদীয় দল। সেই দল সিদ্ধান্ত নেবে। তার পরে তারা মমতার পরামর্শ নেবে। কারণ, মমতা বলেছিলেন, 'আমিই সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন!' সোমবার দুপুরে বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে অধিবেশনে হাজিরা নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, পর পর ৩ দিন বিধানসভায় সময়মতো না এলে চতুর্থ দিনে সেই বিধায়ককে শোকজ করা হবে। সূত্রের খবর তিনি বলেছেন, 'অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে ভাবার দরকার নেই। এখনও আমি আছি। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব।' পাশাপাশি ছাত্র-যুব সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর কথাও জানিয়েছেন মমতা। বলেছেন, 'ছাত্র ও যুব সংগঠন যতটা তাড়াতাড়ি পারি নতুন করে করে দেব।'

এর পর ছাব্বিশের নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে মমতা বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, 'বিধায়করা বাড়ি বাড়ি যান। ছাব্বিশের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিন। প্রশাসনিক কাজ যা বাকি থাকছে, আমায় জানান। আমি ব্যবস্থা করে দেব। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকেই। না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শোকজ করা হবে।' তাঁর আরও নির্দেশ, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে মাথায় রেখে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হবে বিধায়কদের নিয়ে। তাদের সব কর্মসূচি দল এই গ্রুপে জানিয়ে দেবে। তাঁর কথায়, 'বিধায়কদের কারও কিছু বলার থাকলে ওখানে বলে দেবে। আমি জানতে পেরে যাব। আমার কিছু বলার থাকলে ওখানেই বলে দেওয়া হবে। আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক। ওসব নিয়ে ভাববেন না। মানুষের কাছে যান। কাজ করুন।'

বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নের প্রতিবাদ

পেট্রাপোলে এসে ডেডলাইন শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পেট্রাপোল বন্দরে এসে বাংলাদেশ সরকারকে ডেডলাইন বেঁধে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশের লাগাতার সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ-সহ বাংলাদেশে ভারতীয় পতাকা অবমাননা করা হচ্ছে এছাড়াও অত্যাচার করা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে। অন্যায়ভাবে সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদ স্বরুপ পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দরের ২০০ মিটার আগে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় সনাতনী ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে। অবিলম্বে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে মুক্তি না দিলে আগামী দিনে ধাপে ধাপে বাংলাদেশে আমদানি রপ্তানি-সহ সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও বাংলাদেশ সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এই অত্যাচার বন্ধের জন্য তা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন বলেও সোমবার পেট্রাপোল বন্দরের সভা থেকে ইউনূস সরকারকে এমন ভাবে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে ইউনূস সরকারকে মনে করিয়ে দেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ঠিক কতটা ছিল সেই বিষয়ে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস গ্রেপ্তারের পর নতুন করে অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় পতাকার অবমাননা ছবিও। প্রতিনিয়ত খবর আসছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপরে অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে রাজ্যের সনাতনীদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

পেট্রাপোল বন্দর চলোর ডাক দিয়েছিলেন। এদিনের সনাতনী ঐক্য পরিষদের পরিচালনায় জনসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির একাধিক বিধায়ক-সহ সাধুসন্তরা। এদিনের এই জনসভায় কয়েক হাজার সনাতনী হিন্দুরা যোগদান করেন ডঙ্কা-কাশি নিয়ে আসেন মতুয়া ভক্তরাও। সভা মঞ্চ থেকে বিজেপি বিধায়ক এবং সাধু সন্তরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপরে যে অত্যাচার চলছে সেই অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানান। তাঁরা দাবি করেন, চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে নিঃস্বর্ত মুক্তি দিতে হবে। তবে এদিন শুভেন্দু অধিকারী মঞ্চে ১০ মিনিটের মতো বক্তব্য রাখেন। শুরু থেকেই সেখানে তিনি বাংলাদেশের ইউনূস সরকারকে আক্রমণের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন। ইউনূসকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ তৈরি ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনার অবদানের কথা। তাঁর দাবি, ইউনূস সেই অবদানের কথা ভুলে গিয়েছেন। ভারতের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে না আসার হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। পাশাপাশি তিনি এদিন আরও বলেন, বাংলাদেশের ভারতীয় পতাকার অবমাননা বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার এবং অবিলম্বে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে আমদানি রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে মুক্তি দেওয়া না হলে আগামীতে পাঁচ দিনের জন্য পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার পরেও যদি বাংলাদেশ তাদের তিনটি দাবি না মানে তাহলে ২০২৫ সালে পুরোপুরিভাবে আমদানি রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। পাঠানো হবে না পেঁয়াজ - আলু। সভা শেষে সভাস্থল থেকে পেট্রাপোল নোম্যান্সল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার শোভাযাত্রা করেন। সেই শোভাযাত্রায় শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি পা মিলিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা ও সাধু সন্তরা। নোম্যান্সল্যান্ডের ইউনূসের উদ্দেশ্যে গেরুয়া বেলুন উড়িয়ে চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবি করেন। তবে এখন দেখার, বাংলাদেশ সরকার কবে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে মুক্তি দেন এবং সংখ্যালঘু সনাতনীদের উপর অত্যাচার পুরোপুরিভাবে বন্ধ করেন।

আলু নিয়ে বড় ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের চাহিদা মিটলে তবেই অন্য রাজ্যে আলু পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হবে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ফের একবার এব্যাপারে রাজ্য সরকারের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিমঘর থেকে আলু বের না করার ব্যাপারে আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যে আলু ও পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে এদিন বিধানসভায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবটা সরকারের হাতে নেই। আলু উৎপাদনে রাজ্য দ্বিতীয়। কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী রাজ্যে উৎপাদিত আলু বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। পেঁয়াজের ক্ষেত্রে আগে এমনটা হত না। কিন্তু এখন হচ্ছে। এই কারণেই রাজ্যে আলুর দাম বাড়ছে। তবে ভিনরাজ্যে আলু ও পেঁয়াজ পাঠানোর ক্ষেত্রে রাজ্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আলুর দাম বাড়লে আমরা কিনে সুফল বাংলায় সাপ্লাই করি। কিন্তু কিছু লোক বাইরে রপ্তানি করছে নিজেদের ব্যবসার জন্য। বাংলার চাহিদার ৭৫ শতাংশ পেঁয়াজ এখানে উৎপাদন হয়। সেখান থেকেও লোকে বাইরে পাঠাচ্ছে। ফলে দাম বাড়ছে। মধ্যবিত্তের সমস্যা বাড়ছে। এটা হবেনা। আগে বাংলা পাবে, তার পর বাকিরা।'

বাদ সুদীপ্ত রায়, শান্তনু সেন, নির্মল মাজিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নতুন করে রাজ্যের ২৪টি মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি জনপ্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করল স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য ভবন থেকে জারি করা বিবৃতিতে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা গেল আরজি করে রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি জনপ্রতিনিধি হয়েছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। উল্লেখযোগ্যভাবে কোনও মেডিক্যাল কলেজেই সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে নাম নেই শান্তনু সেন, সুদীপ্ত রায় এবং নির্মল মাজির।

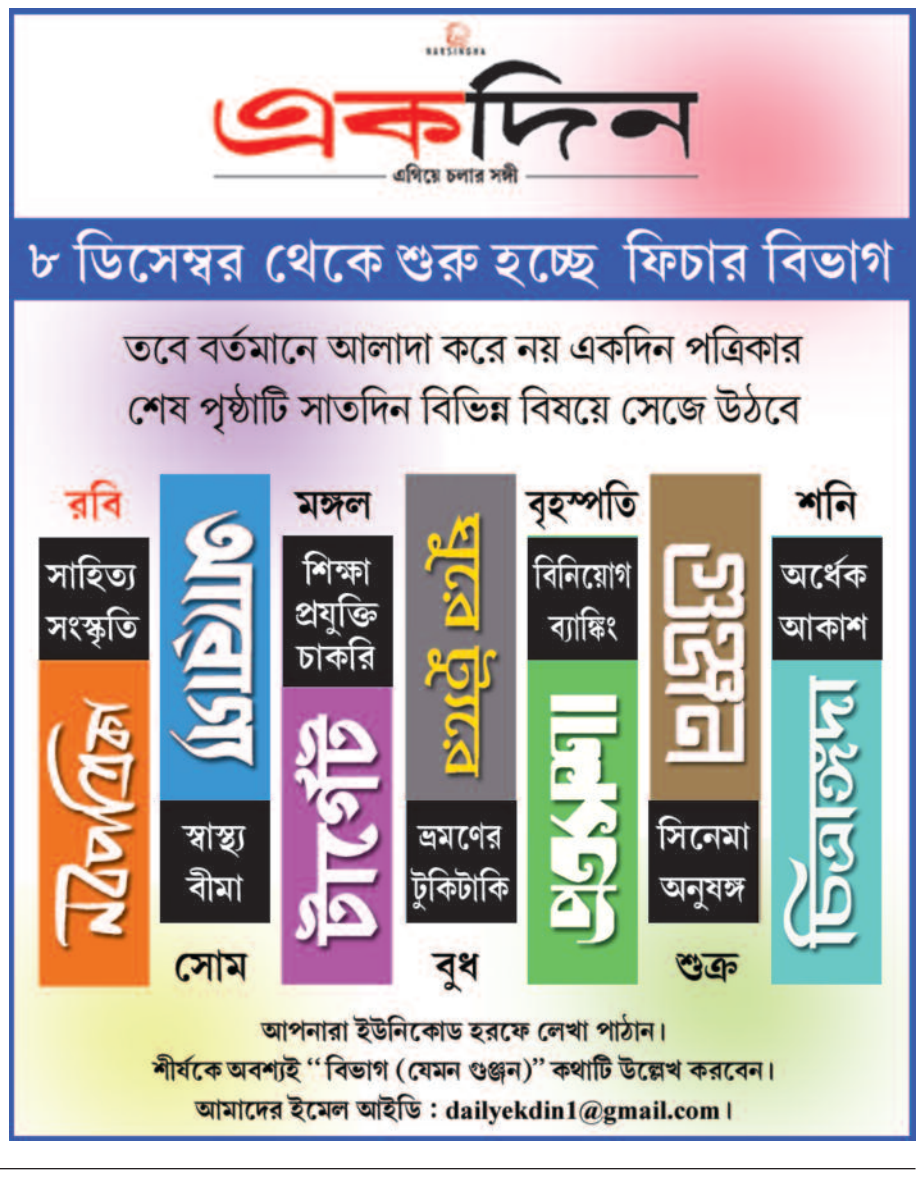

'ফেনজল'-এর প্রভাবে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় ফেনজল ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ার পর থেকেই শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। একটানা বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিস্তীর্ণ এলাকায়। ভারী বৃষ্টি প্রভাব ফেলেছে এই দুই রাজ্যের জনজীবনে। তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতিও। জলে ডুবে গিয়েছে রাস্তাঘাট। গত দু'দিনে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়িকে বৃষ্টির জলের স্রোতে ভেসে যেতেও দেখা গিয়েছে ওই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। ভারী বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু এবং পদুচেরির বেশ কিছু ছবি-ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে। তেমনই কয়েকটি ভিডিয়োয় কৃষ্ণগিরি জেলার জলমগ্ন ছবি মিলেছে। দেখা যাচ্ছে, ওই জেলার উথানগিরি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি বাস জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ঢালু জায়গা দিয়ে। শুধু বাস নয়, একই অবস্থা ছোট গাড়িরও। প্রশাসন সূত্রে খবর, কৃষ্ণগিরির উথানগিরিতে রবিবার রাতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে, যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। শনিবার রাতে

তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির উপকূলে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় 'ফেনজল'। রাতভর চলেছে ঝড় এবং বৃষ্টির তাণ্ডব। রবিবার সকালেই অবশ্য 'ফেনজল' শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে এখনও তার প্রভাব রয়েছে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলছে তামিলনাড়ুর উপকূল এলাকা এবং পুদুচেরির বিস্তীর্ণ অংশে। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে প্রশাসন। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে স্থানীয়দের বার করে আনার কাজ চলছে। ভারতীয় সেনাও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে। তামিলনাড়ুর বেশ কয়েকটি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় মৌসম ভবন। ঘূর্ণিঝড় 'ফেনজলের' প্রভাবে উপকূল এলাকায় রবিবার সকাল পর্যন্ত হাওয়ার বেগ ছিল ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটার পর্যন্তও উঠেছিল ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ। তার পর থেকে হাওয়ার দাপট কমলেও বৃষ্টি ক্রমশ বেড়েছে। আজ পর্যন্ত তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কর্নাটক, কেরলের একাংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, জানিয়েছে মৌসম ভবন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

LICI পলিসি (No. 425451946) তে Chhabu Sk S/o. Samsul Joha Sk -এর পরিবর্তে Sabiruddin Sk C/o. Najrul Sk আছে। 24/04/24 -এ বহরমপুর এস.ডি. ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিটে Chhabu Sk ও Sabiruddin Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি মাজারুল সেখ ১৬/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভটে Majarul Sekh and Mazharul Islam ও আমার পিতা Meher Sekh ও Md. Meher Ali Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Anup Kumar Pandey, S/o. Arun Kumar Pandey, ঠিকানা- 93 পাউন্ড রোড, পোঃ- খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB 57 1997000 1173) তে আমার নাম Anup Kumar Pande আছে। গত ২৯/১১/২০২৪ তারিখ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Anup Kumar Pande এবং Anup Kumar Pandey একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি শমভু নস্কর ১৬/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Shambhu Naskar ও Sambhu Naskar উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Sudip Kumar Ash S/o. Amal Kumar Ash ও Sudip Ash S/o. Lt Amal Kr Ash, Amalkumar Ash সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৮৪৫ নং এফিডেভিট বলে Paresh Chandra Pal S/o. Gopal Chandra Pal ও Paresh Pal S/o. Gopal Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সংশোধনী

Sealed tenders are invited by The Prodhan, Murutia Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity) Baliadanga, Nadia. NIT NO. 562/MGP/2024, Last date of application **04.12.2024 up to 3p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Murutia Gram Panchayat.

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Samser ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Sirajuddin ও Sk Siraj সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে Krishna Chandra Pramanick S/o. Amullya Charan Pramanick ও Krishna Ch Paramanik S/o. A C Paramanik, Amulya Pramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Chinmoy Ghosh S/o. Kapil Chandra Ghosh ও Chinmay Ghosh S/o. Kapil Ch Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৬৯১ নং এফিডেভিট বলে Yakub Mallick S/o. Mujid Mallick ও Sk Yakub Mallick S/o. Mujit Abdul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে Santosh Purve C/o. Baikunth Purve ও Santosh Sharma C/o. Naresh Harizon সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৪৯০ নং এফিডেভিট বলে Prantosh Das ও Pranatosh Das S/o. Paresh Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Md Rafik S/o. Yakub Ali ও Sk Md Rafick S/o. Sk. Y Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৯৬ নং এফিডেভিট বলে Asis Kumar Roy ও Asis Roy S/o. Sadashib Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শঙ্করী ওরাং, স্বামী- শ্রী শ্যামপদ ওরাং, সাং-কন্দখোলা, মাঠপাড়া, পোঃ-কন্দখোলা, থানা-শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ৪৩ নং কন্দখোলা মৌজায় দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৩৭৫, শ্রেণী আমন, পরিমাণ ২০ শতক জমি আমার চিকিৎসার জন্য সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৮৯৭২৭০৭৪৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, **DDEV SURANA** son of Narrindra Suranna, residing at Divine Grace Apartment, 33, S.P. Sarani, P.O. Circus Avenue, Dist-Kolkata, West Bengal - 700017, in my AADHAAR Card and PAN Card my actual name is recorded as **DDEV SURANA**, but in some other documents where my name has been recorded as **DEV KRISHNA SURANA** and **DEV KRISSNA SURANA**. I do hereby solemnly confirm that **DDEV SURANA, DEV KRISHNA SURANA** and **DEV KRISSNA SURANNA** are one and identical person vide affidavit no. 4188, before the Judicial Magistrate, Calcutta, dated 27-11-2024

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Goyal, S/o, Late Narsingh das Goyal, residing at 135, Salkia School Road, Golabari, Howrah-711106, solemnly affirm and declare Before the Ld. Judicial Magistrate at Kolkata, vide Affidavit No. 4597 dated 29th November 2024 that Dinesh Kumar Goyal and Dinesh Goyal is the same and one identical person and will now be known as Dinesh Goyal.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ ১। রবীন দত্ত পিতা- ঁবিশ্বনাথ দত্ত, ২। শঙ্কর ঘোষ পিতা- ঁভোলানাথ ঘোষ হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ৫৪ নং জে.এল.ভুক্ত রঘুনাথপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৮৬২ ও ৮৬৭ নং দাগে থাকা হাল এল.আর. ৩২৩০ নং খতিয়ানভুক্ত রেকর্ডেড ওনার সুদীপ ব্যানার্জী এর নিকট হইতে তাহার (সুদীপ ব্যানার্জী) দ্বারা নিযুক্তকারী সুশান্ত আদক (পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী হোল্ডার) ৪৪০৩/২০২৩ নং হরিপাল রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামাপত্র দলিলের দ্বারা সুশান্ত আদক রেকর্ডেড ওনার সুদীপ ব্যানার্জীর পক্ষে ৩৪৭/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার মক্কেলগণ রবীন দত্তকে এবং ৬৯৬/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে শঙ্কর ঘোষকে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার পর, কাহারো কোন দাবী-দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও. হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No. WB. 1593/15

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা ডিসেম্বর। ১৭ই অগ্রহায়ণ।মঙ্গল বার। শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টত্তরী শনি র দশা, বিংশোত্তোরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ। প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্‌জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা

১) আজিজুল ইসলাম, পিতা ইব্রাহিম সেখ, সাং বেলডাঙ্গা হাজিপাড়া, পোঃ বেলডাঙ্গা ২) মুকলেস সায়েফ সেখ, পিতা আবু সায়েদ সেখ, ৩) নাদিম পারভেজ, পিতা সাহারুদ্দিন সেখ উভয়ের সাং পোঃ দেবকুন্ডু ৪) চিত্তরঞ্জন ঘোষ, পিতা ধানু ঘোষ সাং বেলডাঙ্গা ঘোষপাড়া ৫)রঞ্জু দে, পিতা উজ্জ্বল দে, সাং বেলডাঙ্গা বেনিয়াপাড়া উভয়ের পোঃ বেলডাঙ্গা সর্ব থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ। গত ইং ২৯/০৩/২০২২ তারিখে বেলডাঙ্গা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ৩২৭০ নং আমমোক্তার দলিলমূলে ১) নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, স্বামী পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায় ২) চিত্রক চট্টোপাধ্যায়, পিতা পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়, সাং ৪৬-এ প্রতাপাদিত্ত রোড, পোঃ কালীঘাট, থানা টালিগঞ্জ পন আমাদিগকে প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তপশীল জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা বেলডাঙ্গা, মৌজা বেলডাঙ্গা, সাঃ দাগ ২৭৬৮, হাল দাগ ৪০১২, পরিমান ৩.৪১ শতক, সাঃ দাগ ২৭৬৭/৩৩৭৩, হাল দাগ ৪০৩৭, পরিমান ১২.৭০শতক, সাঃ দাগ ২৭৬৭/৩৩৭২, ৩৩৯১, হাল দাগ ৪০৩৮, পরিমান ২৬ শতক, সাঃ দাগ ২৭৬৭, ২৭৬৭/৩৩৭১, ২৭৬৭/৩৩৭২, হাল দাগ ৪০৩৯, পরিমান ৪.১২ শতক, সাঃ ২৭৬৫, হাল দাগ ৪০৪০, পরিমান ১১.৫০ শতক, সাঃ দাগ ২৭৬৪, হাল দাগ ৪০৪১, পরিমান ৩.৮৮ শতক, সাঃ দাগ ২৬৪৩, ২৭৭৭, হাল দাগ ৪০৫১, পরিমান ০.৬১ শতক। এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা (১) সেবগাতুল্লা মন্ডল, পিতা-আব্দুল কাসের মন্ডল, সাং ও পোস্ট-নূতনগ্রাম, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া (২) বাকি বিল্লাহ মন্ডল, পিতা সাজাহান মন্ডল, সাং-পুনিশোল, বাঁকুড়া এর স্থায়ী বাসিন্দা। প্রকাশ থাকে যে, আমরা ২০১৮ সালে I-010801096/2018 নং পাওয়ার মূলে (1) মৌজা-খাপকাটা, জে এল নং-৫, খতিয়ান ১৭৮, ১৬৪, ২৫, ১৭, ১৮, ০৭, ২২৪, ১৫৫, ২৬, ৩৬, ৯৯, ১৯৭, ১৯৯, ১১৪, দাগ নং-১১৬২, মোট পরিমান-৬২ শতক জায়গা বিক্রয় করতে ইচ্ছুক। **দাতার নাম**- সুভাষ মর্দ্দন্যা, বিশ্বমঙ্গল মর্দ্দন্যা, পিতা-ফণিভূষণ মর্দ্দন্যা, দুবড়াকোন, নূতনগ্রাম, বাঁকুড়া **পাওয়ার গ্রহীতার নাম**- (১) সেবগাতুল্লা মন্ডল, পিতা-আব্দুল কাসের মন্ডল, নূতনগ্রাম, বাঁকুড়া (২) বাকি বিল্লাহ মণ্ডল, পিতা সাজাহান মন্ডল পুনিশোল, বাঁকুড়া **কোবালা গ্রহীতা**- (১) নূর ইসলাম চৌধুরী, পিতা-ইউনুস, পুনিশোল, বাঁকুড়া। দলিল নং-২০৮৩/২২ ২) খলিদা পরভীন স্বামী-বাকিদুল্লা মন্ডল পুনিশোল, বাঁকুড়া। দলিল নং -১৩০৩/২২ **তপশীল**- মৌজা-খাপকাটা, জে এল নং-৫, দাগ নং-১১৬২, খতিয়ান নং-১৭৮, ১৬৪, ২৫, ১৭, ১৮, ০৭, ২২৪, ১৫৫, ২৬, ৩৬, ৯৯, ১৯৭, ১৯৯, ১১৪ পরিমান-৬২ শতক। থানা- ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.- F/423/652/2017

= বিজ্ঞপ্তি=

আমি স্বপ্না ব্যানার্জী, চন্ডিপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া এর স্থায়ী বাসিন্দা। প্রকাশ থাকে যে, আমি ১৯.০৫.২০০৪ তারিখে IV- 140/2004, ADSR, Asansole, নং পাওয়ার মূলে মৌজা মুড়াকাটা, জে এল নং-১২২, খতিয়ান-১৪৭০, দাগ নং-১৪৭০, মোট পরিমান -২০ শতক জায়গা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। পাওয়ার দাতার নাম- ঋতুরাজ ব্যানার্জী, পিতা- স্বর্গীয় হেমন্তনাথ ও ঋতুপর্ণা চ্যাটার্জী, স্বামী- অরূপ চ্যাটার্জী পক্ষে স্বপ্না ব্যানার্জী। পাওয়ার গ্রহীতার নাম স্বপ্না ব্যানার্জী, চন্ডিপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতাগণের নাম ১) ৩২৮৫/২৪ নং দলিল মূলে শুভম দত্ত, ২) ৩২৮৩/২৪ নং দলিল মূলে মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, ৩) ৩২৮৪/২৪ নং দলিল মূলে শ্রীমতী রিয়া দাস ও সুনন্দা বিশ্বাস স্বামী-স্বর্গীয় শশাঙ্ক, মুরাকাটা, ওন্দা, বাঁকুড়া। তপশীল - মৌজা-মুড়াকাটা, জে এল নং-১২২, খতিয়ান-১৪৭০, দাগ নং-১৪৭০, মোট পরিমান -২০ শতক জায়গা। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & LR.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

= বিজ্ঞপ্তি=

আমি শ্রী জবাপদ মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় আকুলচন্দ্র মন্ডল, চন্ডিপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া এর স্থায়ী বাসিন্দা। প্রকাশ থাকে যে, আমি ২৫.০৫.২০১৮ তারিখে IV-010800054/2018 নং পাওয়ার মূলে মৌজা-চন্ডিপুর, জে এল নং-১৩১, খতিয়ান -১২৭, ১৬৯, ১৩৫, দাগ নং-১২২, মোট পরিমান-৪.৬৬ শতক জায়গা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। পাওয়ার দাতাগণ - (i) বিধান মুখোপাধ্যায় ওরফে বিধানচন্দ্র মুখার্জী (ii) লালবাহাদুর মুখার্জী ওরফে বিধান মুখোপাধ্যায় (iii) শিশির কান্তি মুখার্জী ওরফে শিশির কান্তি মুখোপাধ্যায় (iv) তুষার কান্তি মুখার্জী ওরফে তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায় (v) রূপালী মুখার্জী ওরফে রূপালী মুখোপাধ্যায় (vi) অন্তরা মুখার্জী ওরফে অন্তরা মুখোপাধ্যায়। পাওয়ার গ্রহীতার নাম - শ্রী জবাপদ মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় আকুলচন্দ্র মন্ডল, চন্ডিপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা - শ্রীমতী চম্পা মন্ডল, স্বামী জবাপদ মন্ডল। তপশীল-মৌজা-চন্ডিপুর, জে এল নং-১৩১, খতিয়ান-১২৭, ১৬৯, ১৩৫, দাগ নং-১২২, মোট পরিমান -৪.৬৬ শতক জায়গা। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.RO অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate, Juage Court, Bankura
Enrol No.F/423/652/2017

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রীমত্যা প্রতিমা মোদক, স্বামী ঁশৈলেন্দ্র কুমার মোদক ২) শ্রী সুকান্ত মোদক, পিতা ঁশৈলেন্দ্র কুমার মোদক, সাং ও পোঃ ধর্মদা ৩) শ্রীমতী নন্দা সাহা, স্বামী শ্রী তপন কুমার সাহা, সাং ক্ষিদিরপুর, (পাল পাড়া), পোঃ- বেথুয়াডহরী, থানা নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া ৪) শ্রীমতী ছন্দা ধারা, স্বামী শ্রী অসীম ধারা, সাং সুবোধ সিটি রোড, পোঃ ও থানা কাটোয়া, জেলা বর্ধমান ৫) শ্রীমতী শ্রীপর্না দেব, স্বামী সুজিত দেব, সাং ৯৪/৩ এস এন চ্যাটার্জ্জী রোড, পোঃ ও থানা বেহালা, কোলকাতা মহাশয়গন বিগত ১৪/০৩/২০১১ তারিখে IV-21/11 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী সুশান্ত মোদক, পিতা ঁশৈলেন্দ্র কুমার মোদক সাং ও পোঃ-ধর্মদা, থানা নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং বিগত ২৪/০৩/২০১১ তারিখে I-3924/11 নং দলিলবলে কোবালা গ্রহীতা ১)শ্রী দিপঙ্কর দাস ২) শ্রী তাপস দাস উভয়ের পিতা শ্রী বিজয় দাস, সাং কাঁচকুলি, পোঃ ধর্মদা, থানা নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া মহাশয়গনকে নিম্নলিখিত জমি বিক্রয় করা হয়।
তপশীল পরিচয় ঃ- ৬৯ নং কাঁচকুলি, খং নং - হাল ৯১৫ কৃঃ সাবেক দাগ নং ১৫২৮, মোট ৮৮ শতকের মধ্যে ১৪ শতক জমি বিক্রয়।
উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বেথুয়াডহরী B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, **শ্রী কালাচাঁদ ঘোষ**, পিতা- শ্রী সুধন্য ঘোষ, সাং- রবীন্দ্রনগর, পোষ্ট- কাঁটাগঞ্জ, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ২২/০৬/২০০৫ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ৯৮ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :-
জেলা- নদীয়া, থানা কল্যাণী, মৌজা ৭২ নং, সাঁতরাপাড়া।
খতিয়ান নম্বর- এলআর ৮১
দাগ নম্বর- এল আর ২৪
জমির পরিমাপ- ১১.৫০ শতক।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, **শ্রী অনিবাস মুখার্জ্জী**, পিতা- মৃত জ্যোতিষ মুখার্জ্জী, সাং- লালপুর, পোষ্ট ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ০৪/১২/২০১৪ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ৪৫৪ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :-
জেলা নদীয়া, থানা- চাকদহ, মৌজা ৯৪ নং, মদনপুর।
খতিয়ান নম্বর- এল.আর. ৫১০২
দাগ নম্বর- আর.এস. ১৫৫, এল.আর. ১৮৮
জমির পরিমাপ- ৩.৩০ শতক।

আমার মক্কেল শ্রী অনির্বান ব্যানার্জি, পিতা- ঁসমীরন ব্যানার্জি, সাকিম-দক্ষিনায়ন সিমলা, থানা-চুঁচুড়া, হুগলী, পিন-৭১২১০২, চুঁচুড়া, আর.এস.-এর বাসিন্দা। গত ২১.১০.২০২৪ তারিখে চন্দননগর আদালত মহল্লায় একটি দলিল হারিয়ে যায় যার নম্বর ১৭৯৯/১৯৬৩, ভল্যুম নম্বর ২৩, পাতা নম্বর ১৩০ হইতে ১৩৩। যেটি হরিনারায়ন ব্যানার্জির নামে নথিভুক্ত, যেটির G.D.E. No. 1837, Date 27.11.2024। উক্ত দলিলটি কেহ পাইলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন। নচেৎ কর্তৃপক্ষের কোন দায় থাকবে না।

তুহিন কুমার ঘোষ
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত
মোবাইল-৯০৫১৩৫১৬৫১

বিজ্ঞপ্তি

আলতাব মন্ডল, পিতা মৃত সুকুর মহাম্মদ মন্ডল, সাং + পোঃ শ্রী মায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, বিগত ইং ১৪.১২.১৯৯৯ সালে দুর্গাপুর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৩২০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা নদীয়া, মৌজা বামনপুর, জেল নং ০৯, L.R খতিয়ান ১৫৩৯, R.S ও L.R দাগ ৩৭৮, পরিমান ০.০১০৯ ও ০.০১৭১ একর উক্ত সম্পত্তি দুইজনকে বিক্রয় করেছি। ১) মৌ বেগম, স্বামী আব্দুল মুকতার আলি সেখ, সাং বামনপুকুর, পোঃ-শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া ও ২) কলেছন বিবি, স্বামী ইয়াকুব দফাদার, সাং বামনপুকুর, পোঃ- শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া। মৌ বেগম এর খতিয়ান নং L.R 1539, দাগ R.S L.R 378, পরিমান 0.0109 একর। আর কলেছন বিবি এর খতিয়ান L.R 1539, দাগ R.S L.R 378, পরিমান 0.0171 একর। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহলে B.L & L.R.O অফিসে নবদ্বীপ, নদীয়া ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, **শ্রী সঞ্জিত কুমার সাউ**, পিতা- রাম চন্দ্র সাউ, সাং- ৮০, ঘটক রোড, পোষ্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ১৪/০৮/২০১৩ তারিখে কল্যাণী এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ২০৩ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই এবং ঐ তারিখের ঐ অফিসের ০৪ নম্বর বহির ২০৫ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-
(যাহা ২০৩ নং আমমোক্তার নামা) জেলা- নদীয়া, থানা- কল্যাণী, মৌজা- ৫৬ নং, চরকাঁচরাপাড়া।
খতিয়ান নম্বর- এল.আর. ১৬২
দাগ নম্বর- এল.আর. ১৩৫, এল.আর. ১৫৯, এল.আর. ১৬০, এল.আর. ১৬৮, এল.আর. ১৭৬, এল.আর. ১৭৭
জমির পরিমাপ- ১৩ শতক, ১৩.৩৪২ শতক, ০৩.২৬৯ শতক, ৫৪.৫০ শতক, ৩৭ শতক, ২ শতক।
-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-
(যাহা ২০৫ নং আমমোক্তার নামা) জেলা- নদীয়া, থানা- কল্যাণী, মৌজা- ৫৬ নং, চরকাঁচরাপাড়া।
খতিয়ান নম্বর- এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ৩৩, এল.আর. ১৪, এল.আর. ৭৯,
দাগ নম্বর- এল.আর. ১৩৩, এল.আর. ১৩৪, এল.আর. ১৩৬, এল.আর. ১৬১, এল.আর. ১৬৮, এল.আর. ১৭৬, এল.আর. ১৭৭, এল.আর. ১৬২, এল.আর. ১৬৩, এল.আর. ১৬৪, এল.আর. ১৬৫
জমির পরিমাপ- ০৩ শতক, ১৩ শতক, ০৮ শতক, ২০.৫৯২ শতক, ৫৪.৫০ শতক, ৩৭ শতক, ১২ শতক, ৭.৩৩৪ শতক, ০৪ শতক, ০৪ শতক, ১০ শতক।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 24 of 2023
মমতা সাহা ও অন্যান্য... দরখাস্তকারীগণ
বনাম
মধুমিতা সাহা ও গৌরিয় সাহা..প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **মৃত্যুঞ্জয় সাহা** গত ইং ২০.০৭.২০১৪ তারিখে সন্তোষপুর, থানা - পূর্বস্থলি, জেলা - বর্ধমান-এ, পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ১২৫/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

Debts and Securities due to the estate of the deceased in respect of which certificate is prayed for.
The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.o. Hijli Co-op. - 721306, P.s. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur. **Regd. No. Mid. 62/1947.**
Share Certificates: 05 (five) Shares of Rs.25/- each dated 14.09.1978, Numbered 3936 to 3940. Number of Shares – 05* Rs.25/- = Rs.125/-, **Total = Rs.125/-**

তাং- ২৭.১১.২৪ অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর,

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্যের তকমা পেল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য ইউনেস্কোর তরফে আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্যের তকমা পেয়েছে। এই তকমা ধরে রাখতে সরকার সদা তৎপর বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় তিনি জানান, বাংলা এখন শুধুমাত্র দেশে নয়, গোটা বিশ্বের প্রথম সারির পর্যটন গন্তব্য। রাজ্যের পর্যটনের সার্বিক বিকাশে ভবিষ্যতের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথাও তিনি সোমবার বিধানসভায় তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরীর আদলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই এই মন্দির উদ্বোধন হবে। সহজে গঙ্গাসাগর পৌঁছানোর জন্য মুড়ি গঙ্গার ওপর সেতু নির্মাণের কাজও তৎপরতার সঙ্গে করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি জানান, সেতু তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ওই সেতু তৈরি হলে গঙ্গাসাগরের মেলা কুম্ভ মেলার সমকক্ষ হয়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, জগন্নাথ মন্দিরে মার্বেলের জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি যেমন থাকবে, তেমনই পুরীর মন্দিরের আদলে নিমকাঠের ছোট্ট প্রতিমাও রাখা হবে পুজোর জন্য। এর পাশাপাশি, জগন্নাথ মন্দিরের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার অধীনে মন্দিরের বিপুল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। মন্দিরের সঙ্গেই ভোগ-ঘর তৈরি করা হয়েছে। যেখানে রোজ বিপুল পরিমাণে ভোগ রান্না হবে। ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাকে তুলে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর, যেখানে সবার আগে পুণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিকে মাথায় রাখা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে দর্শনার্থীদের জন্য দক্ষিণেশ্বরে তৈরি হওয়া স্কাই ওয়াকের কথা উল্লেখ করেন। এমনকি একান্ন সতিপীঠের মধ্যে অন্যতম কালীঘাট মন্দিরের স্কাই ওয়াকের কাজও প্রায় শেষ বলে জানান তিনি। বলেন, যানজট ও ভিড় এড়িয়ে পুণ্যার্থীরা সেখানে সরাসরি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন।

তিনি বলেন, হোম স্টে-তে এই রাজ্য এখন মডেল। এতে প্রচুর বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। আরও বলেন, তরাই-ডুয়ার্সে জঙ্গল সাফারি আগাগোড়া রাজ্যের পর্যটনের একটা বড় অংশ ছিল। এবার চা-বাগানগুলিকে কেন্দ্র করেও পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার কাজ করছে রাজ্য সরকার। এর জন্য চা-বলয়ে ১৫ শতাংশ জমি সরকারের তরফে পর্যটনের জন্য দেওয়া হয়েছে বলেও বিধানসভায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেখানে একাধিক গেস্ট হাউস তৈরি হচ্ছে। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যটকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্থানীয় চা-বাগানের লোকজনদের কাজ দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক পর্যটনের গন্তব্য হিসেবে বাংলায় হোম-ট্যুরিজম বর্তমানে জনপ্রিয় হয়েছে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'একটা বিষয় আমাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। তা হল, হোম-ট্যুরিজম। রাজ্যে হোম-ট্যুরিজম এখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। কলকাতাতেও তা দেখা যাচ্ছে। কারও বাড়িতে ৩-৪টে ঘর আছে, যার মধ্যে একটা বা দু'টো ঘরে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে কম খরচে ভালো পরিবেশে পর্যটকরা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে থাকতে পারেন।'

শীতের মরশুমে ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার জন্য এই জায়গাগুলি সেরা হতে পারে এই প্রসঙ্গে স্থানীয় খাবারের জনপ্রিয়তার বিষয়টিও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অনেক পর্যটকই চান স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতে। সেক্ষেত্রে হোমস্টে থেকেই বাঙালি খাবার তৈরি করে খাওয়ান অনেকে। আমি এই হোম-ট্যুরিজম শুরু করেছিলাম দার্জিলিংয়ের লামাহাটা থেকে। যা সফল হয়েছে।'

মহেশ চন্দ্র কেয়াল

জোগেশ গুপ্তা

দ্য ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশন ঘোষণা করল তাঁদের দুই প্রধান সদস্য পদাধিকারীর নাম। পূর্বাঞ্চলীয় স্টার এক্সপোর্ট হাউসের ৩, ৪ এবং ৫ জোনের জন্য পুনর্নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার হলেন মহেশ চন্দ্র কেয়াল। একইসঙ্গে সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় রিজিওনাল চেয়ারম্যান হলেন জোগেশ গুপ্তা।

প্রতি মহকুমায় পুলিশের জন্য নিয়োগ হবে আইনি পরামর্শদাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় পুলিশের জন্য একজন করে আইনি পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হবে। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। সূত্রের খবর শীঘ্রই রাজ্যের ৯৯টি মহকুমায় পুলিশকে আইনি সাহায্যের একজন করে পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হবে। এজন্য শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। এছাড়া এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রায় ১৫০০ জনকে বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। জানা গেছে, চুক্তিভিত্তিক ও স্থায়ী কর্মচারী, দু'রকম পদেই কর্মী নেওয়া হবে। এর মধ্যে বড় নিয়োগ হতে চলেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে। ৫৮৩ জন চুক্তিভিত্তিক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়রকে নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও পুর দপ্তরে নিয়োগ করা হবে প্রায় ৭০০ জনকে। তাঁদের মধ্যে ৬৪ জন পরিবেশবন্ধুকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সব মিলিয়ে বিভিন্ন দফতরে মোট ১৪৪৫ জন কর্মী খুব শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে।

ডিভিসি, রেলের জন্য বাংলার ১০ লক্ষ পরিবার জল থেকে বঞ্চিত: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিভিসি, রেল-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার অসহযোগিতার কারণে রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার বা ৫০ লক্ষ মানুষ জল-জীবন-মিশন প্রকল্পের বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন। সোমবার বিধানসভা থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জেলাশাসকদের সঙ্গে ওই প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বিস্তারিত পরিসংখ্যাণ তুলে ধরে ওই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। অবিলম্বে ওই সব সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার সামধান করতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে তিনি নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভোটের প্রচারে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে অথচ কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এরমধ্যে রেলওয়ের জন্য ১ লক্ষ ৩৪ হাজার পরিবার জল পাচ্ছে না। এনএইচ এর জন্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার জল পাচ্ছে না।' এ প্রসঙ্গে ডিভিসিকে এক হাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডিভিসি শুধু বন্যার জল ছাড়তে জানে, খাবার জল দেয় না। ওদের জন্য প্রায় ৪ লক্ষ পরিবার পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।' এদিকে জল চুরি রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন। যে সব ঠিকাদার সংস্থা ঠিকমত কাজ করছে না তাঁদের কালো তালিকা ভুক্ত করারও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ মঙ্গলবার

প্রথা ভেঙে বিধানসভায় রাজ্যপাল, শপথ বাক্য পাঠ করালেন ছয় বিধানসভার জয়ী প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সাম্প্রতিক ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনের জয়ী প্রার্থীরা সোমবার শপথ নিলেন রাজ্যপাল। প্রথা ভেঙে বিধানসভায় এসে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রথমে শপথ নেন সিতাই তেক জয়ী প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। তারপরে একে একে জয়প্রকাশ টোপ্পো, রবিউল ইসলাম, সনৎ দে, সুজয় হাজরা, ফাল্গুনী সিংহ বাবু শপথ গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। মেদিনীপুর, মাদারিহাট, সিতাই, তালডাংড়া, নৈহাটি ও হাড়োয়া। ছয়টি আসনেই জয়ী হন শাসকদলের প্রার্থীরা। সাম্প্রতিক অতীতে বারবার এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে সংঘাত দেখা যায় রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে। কিন্তু এদিন তার উল্টো পথে হেঁটে বিধানসভায় শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। দীর্ঘদিন বাদে আরও একবার বিধানসভায় মুখোমুখি হলেন স্পিকার, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল। এদিন বিধানসভায় রাজ্যপালকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরীয় পড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বিধানসভায় আগেই হাজির ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এদিন, নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রথম শপথ নেন সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায়। শপথ বাক্য পাঠের পর তিনি জয় বাংলা স্লোগান তোলেন। তারপর শপথ নেন জয়প্রকাশ টোপ্পো। তিনিও জয় গোর্খা, জয় আদিবাসী, জয় বাংলা স্লোগান তোলেন । শপথ বাক্য পাঠের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বলেন নৈহাটি সনৎ দে। এদিন, শপথ গ্রহণের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মায়ের আসনে বসান মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা। শপথ নেওয়ার আগেই রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে তিনি বলেন, 'দুই মায়ের কথা বলব। এক আমার জন্মদাত্রী মা। তাঁকে আমি প্রণাম করে এসেছি। আর প্রণাম জানাচ্ছি আরেক মা, যিনি আমায় এখানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন।'

আরও সহজ হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে আরও সহজ করতে চেয়ে এবার সেমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা করাতে চায় শিক্ষা দপ্তর। তাই উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে বদল আনতে চলেছে সংসদ। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশের পাঠ্যক্রমকে মোট চারটি সেমেস্টারে ভাগ করেছে শিক্ষা সংসদ। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই ঘোষণা করেন সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

সঙ্গে এও জানান, এবার যারা মাধ্যমিক পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে, তারা এই সেমেস্টার পদ্ধতিতেই একাদশ এবং দ্বাদশের পরীক্ষা দেবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে একটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই। এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল পাঠ্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এদিন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এও জানান, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে মোট চারটি সেমেস্টারে পরীক্ষা হবে। একাদশ শ্রেণির দু'টি সেমেস্টার নেবে স্কুল। দ্বাদশ শ্রেণির দু'টি সেমেস্টার নেবে সংসদ। শেষের দুটি সেমেস্টার থেকে হবে উচ্চ মাধ্যমিকের মূল্যায়ণ। কিন্তু পরিবর্তিত সিলেবাসও পরীক্ষার্থীদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। তাই পড়ুয়াদের কাছে পরীক্ষা, সিলেবাস আরও সহজ করতে সিলেবাস পরিমার্জন করছে সংসদ। পরিবর্তিত সিলেবাস জানুয়ারি মাসে প্রকাশ্যে আনবে সংসদ। এদিকে সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই সংসদে জমা পড়েছে পরিমার্জিত সিলেবাসের খসড়া। ছেঁটে ফেলা হচ্ছে সিলেবাসের বড় অংশ।

সরকারকে হুঁশিয়ারি এআইবিওসি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রমশ চাপ বাড়ছে ব্যাঙ্ককর্মীদের। বাড়ছে ক্ষোভও। কাজের নিরাপত্তা নিয়ে যেমন চাপে পড়ছেন, তেমনই সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্ককর্মীদের প্রতি খারাপ আচরণও হতাশা বাড়াচ্ছে। সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সরকারকে অবগত করতে অল ইন্ডিয়া অফিসার্স কনফেডারেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকারকে আবেদন জানানো হয় তাদের পক্ষ থেকে। যদি তাদের এই সমস্যার সমাধান যদি সরকার না করে তাহলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলেই জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া অফিসার্স কনফেডারেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল।

এমনিতেই কাজের চাপ বেড়েছে বহুগুণ, ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে হচ্ছে কর্মী সংকোচন, যে পরিমাণ কর্মচারীদের ছাঁটাই হচ্ছে, সেই অনুযায়ী হচ্ছে না নিয়োগও। ফলে, ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাদের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ফেলেছে বর্তমান সময়। সেইসঙ্গে গ্রাহকের চাহিদা মত কাজ না করতে পারায় কখনও কখনও সেই ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে গ্রাহকের রোষানলেও পড়তে হয়। কখনও কখনও আবার মারধরের খবরও সামনে আসে। সে'কারণে সুরক্ষা বাড়ানোর দিকেও জোর দিতে বলেন তারা।

কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের সমালোচনা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি মাত্র সম্প্রদায়ের উপর বিরাগের কারণে ওয়াকফ সম্পত্তি আইনের সংশোধনী আনা হয়েছে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এভাবেই কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সব ধর্মাবলম্বীদের তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে।' এদিন বিধানসভায় কেন্দ্রের সরকারের আনা বিলের বিরোধিতা করার সময় নিজের ওই বক্তব্যের স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুসলিমদের প্রতি বিজেপির সহজাত বিরাগই যে ওয়াকফ বিলের মূল উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য,'ওয়াকফ ভুলে যান, সিএএ-তে কেন মুসলিমদের বাদ দেওয়া হল। এন আরসি-তে কেন এত নাম বাদ দেওয়া হল। সেখানে তো অনেক হিন্দু, নেপালি নাম ও বাদ দেওয়া হয়েছে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড করার কথা বলছেন কেন? যা আছে অ্যাজ ইট ইজ, এটা তো আমি পরিবর্তন করতে পারি না। এটা তো সংবিধানে রয়েছে।'

অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারে হস্তক্ষেপের সাধ্য কেন্দ্রের আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ট্রাইবাল, খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবেন? বালাজি ট্রাস্টের কত সম্পত্তি আছে, সেটা দখল করতে পারবেন? বুকের পাটা আছে? গোল্ডেন টেম্পলের সম্পত্তি দখল করতে পারবেন? তাহলে কেন একটা নির্দিষ্ট ধর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন?' সংবিধান সংশোধন আইন সংসদে পাশ করাতে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন সেকথাও কেন্দ্রকে আজ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সংবিধান পাল্টাতে গেলে দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি প্রয়োজন হয়। সেটা আপনাদের আছে? পারবেন না। দেশে আইন আদালত রয়েছে, সংবিধান রয়েছে।' এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, তিনি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করেন। ওয়াকফে অনেক হিন্দু পরিবার দান করেছে। কিন্তু এই বিলে বলা হয়েছে হিন্দুরা দান করতে পারবে না। কেন? মুসলিমরা যেমন মন্দির ট্রাস্টে থাকে না, হিন্দুরাও তেমনি মসজিদ ট্রাস্টে থাকে না।

জেপিসির কলকাতা সফর বাতিল করা নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'জেপিসি-র কলকাতায় ভিজিট করার কথা ছিল, কিন্তু সেটা বাতিল করা হয়েছে। এই সফর হলে তো কেউ কেউ তাদের কাছে গিয়ে নিজেদের কথা জানাতে পারত। কিন্তু সফর বাতিল করা হল কেন ? ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।'

মঙ্গলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এসএফআইয়ের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ও রাজ্য জুড়ে ট্যাব দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল এসএফআই। এবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান করতে চলেছেন তাঁরা। এসএফআই কলকাতা জেলা কমিটি মঙ্গলবার অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর বেথুন কলেজের সামনে থেকে মিছিল করে কলেজ স্ট্রিট কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় যাবে।

এদিকে এসএফআই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি সোদপুর ট্র্যাফিক মোড়কে সরকারিভাবে 'তিলোত্তমা মোড়' ঘোষণা করার দাবি রেখেছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী ১৬ ডিসেম্বর পানিহাটি থেকে মিছিল শুরু করে ১৭ ডিসেম্বর বারাসাতের ডিএম অফিস যাবে তারা। এই মিছিলের নাম দেওয়া হয়েছে 'জাস্টিস মার্চ'।

এই প্রসঙ্গে এসএফআইয়ের তরফে এদিন এও জানানো হয়, 'ভয় মুক্ত ক্যাম্পাস' এই স্লোগানকে সামনে রেখে নভেম্বর মাসের শেষ দুই সপ্তাহে বিশেষ সদস্য পদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। এই সময়কালে প্রায় ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আগামী দুই মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে নির্দিষ্ট দাবি, 'ছাত্র সংসদ নির্বাচন চাই, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা চাই, কথা বলার স্বাধীনতা চাই, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাই' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ক্যাম্পাসে ভিতরে প্রচার অভিযান চালাবে।

এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'আগামী দু'মাসে আন্দোলন সংগঠিত করে রাজ্যের ছাত্র সমাজের কাছে পৌঁছে যেতে হবে।' সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এসএফআই নেতৃত্ব কলেজে কলেজে কী ভাবে ছাত্র সংসদের টাকা নিয়ে বেলাগাম দুর্নীতি করা হচ্ছে তা সামনে আনেন। সম্প্রতি মৌলানা আজাদ কলেজে ছাত্র সংসদ দখল করে রেখেছে কিছু বহিরাগতরা। অভিযোগ, যাঁরা ছাত্র সংসদের মাথায় বসে আছেন, তাঁরা কেউ বর্তমানে ছাত্র নয়। ৫ বছর আগে তাঁরা পাস করে গেছে। নির্বাচিত নয় এমন প্রতিনিধিরা কী ভাবে ছাত্র সংসদের টাকা ব্যবহার করতে পারে। দেবাঞ্জন দে বলেন, 'যে ছাত্র সংসদের কোনও বৈধতা নেই সেই ছাত্র সংসদ কি করে এই ভাবে কাজ করতে পারে। হোয়াটসআপ গ্রুপ করে টাকা তোলা হচ্ছে। উত্তর কলকাতা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে বয়েজ কমন রুম, স্টুডেন্স ইউনিয়ন রুম উদ্বোধন করছেন।' আর এখানেই এসএফআইয়ের প্রশ্ন, এটা কিসের ভিত্তিতে হচ্ছে তা নিয়েও। সঙ্গে তাঁরা এটাও দাবি করেন, এ এক নতুন ধরণের দুর্নীতি।

স্পেশ্যাল টিকিট চেকিং কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মেট্রো রেলের কিছু যাত্রী অনুমোদিতভাবে ভ্রমণ শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে মেট্রো রেলের টিকিট চেকিং স্কোয়াড বিনা টিকিটে ভ্রমণ, স্বল্প দূরত্বের টিকিটে ভ্রমণ ইত্যাদির জন্য ১৬৫ জন যাত্রীকে জরিমানাও করা হয়েছে।

এরই পাশাপাশি যাত্রীদের যথাযথভাবে ভ্রমণ করতে এবং স্টেশন প্রাঙ্গণ ও ট্রেনগুলির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মেট্রো রেল ব্যাপকভাবে টিকিট পরীক্ষা চালানোর পরিকল্পনা করেছে।

একইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, মেট্রো বিশেষ জোড়া পরিষেবা দিচ্ছে। রাত ১০টা ৪০-এও চালানো হচ্ছে মেট্রো। যা চলে কবি সুভাষ (নতুন গড়িয়া) থেকে দমদম এবং এর ঠিক উল্টো দিকেও। তবে সমস্যা হল, এই পরিষেবায় যাত্রীদের সংখ্যা খুবই কম। আর সেই কারণেই যাত্রীদের দ্বারা ভ্রমণ করার দূরত্ব নির্বিশেষে পরিষেবার প্রতিটি টিকিটের সঙ্গে ১০ টাকা এর সারচার্জ যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪-এর ১০ ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর করা হবে বলেও জানানো হয়েছে মেট্রোর তরফ থেকে।

পিছিয়ে গেল পার্থর জামিন মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এখনও সংশোধনাগারেই রয়েছেন এই মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হওয়া রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইডি মামলায় জামিনের জন্য তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন। সোমবার মামলাটি শোনার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইঞার ডিভিশন বেঞ্চের। তবে এদিন ফের সর্বোচ্চ আদালতে পিছিয়ে গেল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার শুনানি।

ইডি এবং সিবিআই হেফাজতে এবং জেল হেফাজতে কতদিন ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তা জানতে চেয়েছিল সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইঞার বেঞ্চ। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই সংক্রান্ত তথ্য আদালতে দিতে দেরি করেছেন আইনজীবীরা। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, 'রবিবার রাতে এই রিপোর্টের খোঁজ আমরা করছিলাম। কিন্তু আপনারা রিপোর্ট জমা দেননি।'

আরজি কর মামলায় ফের জেল হেফাজতে সন্দীপ-অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় ফের জেল হেফাজতে সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল। সোমবার দুই অভিযুক্তের ১০ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। আদালতে জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে এদিন সিবিআই আইনজীবী দাবি করেন, এঁদের এখন জামিন দেওয়ার কোনও ভিত্তিই নেই। পাশাপাশি জামিন দিল তথ্যপ্রমাণ নষ্টের আশঙ্কা থেকে যায়। এরই পাল্টা সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী বলেন, তদন্তকারীরা বারবার বলছেন তথ্যপ্রমাণ নষ্টের কথা। কিন্তু এতদিন কোথায় কোনও তথ্য আদতে নষ্ট করা হয়েছে তার জবাব কারও কাছে নেই। সিএফএসএল রিপোর্টে কী উল্লেখ করা হয়েছে তাও স্পষ্টভাবে সামনে আনা হচ্ছে না। রিপোর্টে আদৌ তথ্যপ্রমাণ নষ্টের কথা বলা হয়েছে কিনা সেটাও পরিষ্কার নয় বলে মন্তব্য তাঁর। সঙ্গে এও জানান, ডিভিআর থেকে তথ্য মুছে ফেললে তো তা আবার উদ্ধারও করা যায়। এরই প্রেক্ষিতে সিবিআই আইনজীবী জানান, পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। এখন জামিন দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

অপরদিকে, অভিজিতের আইনজীবী কোর্টকে বলেন, সিবিআই বলছে অভিজিৎ পালাতে পারেন, কিন্তু উনি সরকারি কর্মচারি। পালাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে সিবিআই আইনজীবী প্রশ্ন করেন, সরকারি কর্মচারি পালাতে পারেন না এমন কোনও কথা নেই। প্রসঙ্গত, কদিন আগেই হাসপাতালের দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট জমা দিয়েছিল সিবিআই। সন্দীপ ঘোষ-সহ মোট পাঁচ জনের নাম ছিল তাতে। আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার সূত্র ধরেই সামনে আসে হাসপাতালের দুর্নীতি।

যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল টিকিটিংয়ের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের লক্ষ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রী সাথী অ্যাপ, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন কর্পোরেশন-এর সহযোগিতায় ডিজিটাল বাস টিকিট বুকিং সুবিধা চালু করেছে। যাত্রী সাথী অ্যাপের এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি আপাতত এয়ারপোর্টের সঙ্গে সংযোগকারী ১২টি পাইলট রুটে উপলব্ধ এবং শীঘ্রই কলকাতার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন কর্পোরেশন নেটওয়ার্কে সম্প্রসারিত হবে। এর মাধ্যমে যাত্রীরা সহজ, ক্যাশলেস টিকিট বুকিংয়ের অভিজ্ঞতা পাবেন, যা তাদের দৈনন্দিন যাত্রাকে আরও সহজ এবং কার্যকর করবে।

যাত্রী সাথী অ্যাপের এই নতুন ডিজিটাল টিকিটিং বৈশিষ্ট্য ব্যবহারকারীদের রুট বা গন্তব্য নির্বাচন করে সহজেই টিকিট বুক করার সুযোগ দিচ্ছে, যা নগদ লেনদেনের প্রয়োজন দূর করবে। এটি বাসে ভিড় কমাবে এবং যাত্রীদের জন্য আরও সুবিধাজনক অভিজ্ঞতা তৈরি করবে। ক্যাশলেস পদ্ধতির মাধ্যমে পেমেন্ট সহজ হবে এবং ডিজিটাল ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। এটি কলকাতার স্মার্ট মোবিলিটি ট্রান্সফরমেশনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে কলকাতা ভারতের সেই শহরগুলির তালিকায় যুক্ত হলো, যেখানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও কার্যকর এবং যাত্রী-বান্ধব পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন,

'যাত্রী সাথী-র মাধ্যমে ডিজিটাল টিকিটিং চালু হওয়া কলকাতার পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে যাত্রীদের সুবিধা বাড়ানোর এবং তাদের যাত্রাকে আরও সহজ করার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।' পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন বিভাগের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন (আইএএস.) বলেন, 'যাত্রী সাথী-র সঙ্গে এই সহযোগিতা কলকাতাকে সত্যিকারের স্মার্ট সিটি বানানোর পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন কর্পোরেশন-এর সমস্ত রুটে সম্প্রসারণের মাধ্যমে কোটি কোটি যাত্রীদের জন্য দৈনন্দিন যাত্রাকে আরও সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর করবে।' অ্যাপটি ৭০,০০০-এর বেশি ড্রাইভারকে সংযুক্ত করেছে এবং ২৭ লাখ ব্যবহারকারীর জন্য ৬০ লাখের বেশি ট্রিপ পরিচালনা করেছে। ডিরেক্ট-টু-ড্রাইভার, জিরো-কমিশন ক্যাব রাইড অফার করার মাধ্যমে এটি ড্রাইভারদের অধিক ক্ষমতা প্রদান করছে এবং যাত্রীদের জন্য একটি সাশ্রয়ী বিকল্প প্রদান করছে। এই সম্প্রসারণ শীঘ্রই শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর এবং আসানসোলের মতো শহরগুলিতেও পৌঁছাবে।

দোকান, রেস্তোরাঁয় বাংলায় সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক, বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব কেএমসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতার দোকান, রেস্তোরাঁ এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির সাইনবোর্ড বাংলায় লিখতে হবে, এমনই নির্দেশ জারি করতে চলেছে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। অর্থাৎ, এবার কলকাতার দোকান, রেস্তোরাঁ এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির সাইনবোর্ড দেখা যাবে বাংলায়। সূত্রে খবর, প্রত্যেক দোকানের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখার নির্দেশকে বাধ্যতামূলক করতে চলেছে কেএমসি। কলকাতা পুরসভার এই সিদ্ধান্তে আমজনতার ধারণা, বাঙালি জাতিস্বত্তায় শান দিতে চাইছে পুর প্রশাসন।

তবে শুধু বাংলাতেই লিখতে হবে সাইনবোর্ড, এমনটাও ঠিক নয়। অন্য ভাষার পাশাপাশি সাইনবোর্ডে থাকবে বাংলা ভাষাও। এর জন্য ইতিমধ্যেই বেঁধে দেওয়া হয়েছে সময়সীমাও। পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২৫ এর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই কাজ শুরু করতে হবে। আর এই নির্দেশকে লাগু করতে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে দোকানের মালিকদের সঙ্গেও।

গত অক্টোবরে তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে কলকাতায় পুরসভার একটি বৈঠকে জানিয়েছিলেন সরকারি ও বেসরকারি অফিসের সমস্ত সাইনবোর্ডে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা লেখা থাকা উচিত। এরই পাশাপাশি বাংলা ধ্রুপদী ভাষায় স্বীকৃতি পাওয়ার পর একই সুর শোনা গিয়েছিল মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গলাতেও। কলকাতার মেয়র বলেছিলেন, 'আগে বড় করে বাংলায় সাইন বোর্ড লিখুন। তারপর যে ভাষা পছন্দ, সেটা হিন্দি, উর্দু কিংবা ইংরেজি হোক সেই ভাষায় লিখতে পারেন। বাংলা ভাষাকে আগে গুরুত্ব দিন। রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ বাংলা বোঝেন। মাতৃভাষা বাংলা। তাই বাংলায় লিখলে সকলের বুঝতে সুবিধা হবে। সকলে গর্ব অনুভব করতে পারবেন।' এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বাম জমানাতেও একবার বাংলায় সাইন বোর্ড লেখার প্রসঙ্গ উঠেছিল কিন্তু সেই সময় তা হাতে কলমে সম্পন্ন হয়নি। এবার ফের বাংলায় সাইনবোর্ড লেখার উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

ম্যাট্রিমনি সাইট থেকে সম্পর্ক গড়ে ধর্ষণ, ধৃত যুবক: ম্যাট্রিমনি সাইটে পরিচয়ের পর বন্ধুত্ব। যা গড়ায় প্রেমে। এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু সহবাস। আর তাতেই ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ব্যবসার নাম করে নাকি ভাবী স্ত্রীর কাছ থেকে ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ। আহতাসাম নাদিম নামের ওই পলাতক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, গত বছরের শেষের দিকে একটি ম্যাট্রিমনি সাইটে বিজ্ঞাপন দেন বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা ওই তরুণী ও নাদিম নামের যুবক। সাইটের মাধ্যমেই দুজনের পরিচয় হয়। আদানপ্রদান হয় মোবাইল নম্বর। প্রথমে ফোনে শুরু হয় কথাবার্তা। এরপর দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ শুরু হয়। অভিযোগ, নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেওয়া নাদিমের সঙ্গে ওই তরুণী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। গত জানুয়ারিতে নাদিম ওই তরুণীর বেনিয়াপুকুরের বাড়িতে যায়। তরুণীর অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে ওই যুবক। এরপর ওই যুবক বেশ কয়েকবার তার ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেও যায়। জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে বিভিন্ন হোটেলে গিয়ে দু'জন একসঙ্গে থাকে।

সম্পাদকীয়

নজর রাখতে হবে বাংলাদেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে কোনও সঙ্কট তৈরি না হয়

ভারতের পক্ষে বাস্তবিক এ এক ভয়াবহ উদ্বেগের সময়। সেই জুলাই মাস থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ও শেখ হাসিনা-বিরোধী অভ্যুত্থান ভারতবিরোধিতার চড়া সুরে বাঁধা। পালাবদলের অব্যবহিত পর সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতন প্রবল আকার ধারণ করল সে দেশে, মফস্বল শহরে গ্রামে, এমনকি রাজধানী ঢাকাতেও। ন্যক্কারজনক রবীন্দ্র বিরোধিতার মোড়কে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার চলেছে, নানা স্থানে হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙা হয়েছে। চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের উপর নেমে এসেছে অমানুষিক অত্যাচার। আওয়ামী লীগের সমর্থক কিংবা ভারতের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী, এই সব কারণ দেখিয়ে যৎপরোনাস্তি নাকাল করা হচ্ছে সাধারণ সংখ্যালঘুকে। তবে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে স্তম্ভিত করে নতুন অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারের মনোভাব। আদৌ যে তাঁরা এই বিদ্বেষের প্রচ্ছন্ন সমর্থক নন, তাঁদের আচরণ সেটুকুও প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। বাস্তবিক, আন্দোলন চলাকালীনই বিরোধী নেতৃত্বের সংখ্যালঘু বিদ্বেষ নানা ভাবে সামনে চলে এসেছিল। কিন্তু তখন অনেকেই তা স্বীকার করতে চাননি, কিংবা আন্দোলনের অতিরেক হিসাবে তাকে উপেক্ষা করেছিলেন। আরও একটি বিপদের কথা। এই উপমহাদেশের কোথাও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপর নির্যাতন পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীকে বিশেষ ভাবে বিপন্ন করে, যার হেতুটি নিহিত ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের আশ্চর্য ইতিহাসের মধ্যে। এবং তৎপরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মধ্যে। সহজ হিসাবেই, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন যেমন ভারতকে তীব্র সঙ্কটে ফেলছে, তেমনই পাকিস্তানকে বিশেষ উজ্জীবিত করছে। যে-হেতু বিজেপি শাসনাধীন ভারতে মুসলমান-বিদ্বেষ এই মুহূর্তে যথেষ্ট প্রকট, এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে যাতে নতুন করে কোনও সঙ্কট তৈরি না হয়, অনিয়ন্ত্রিত গুজব রটনা কিংবা বিদ্বেষে ইন্ধন জোগানো না হয়, এ সব নিশ্চিত করার ভার রইল যুগপৎ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপর।

শব্দবাণ-১২০

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বেকসুর ৩. শীঘ্র, দ্রুত ৫. অশ্লীল কথা ৭. বেতন ৮. (আল.) উপকরণ ১০. জনগণের নেতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অথই ২. রাজার ছেলে ৩. লিপ্ত ৪. দিনের শেষ, সন্ধ্যা ৬. কলুর— ৯. নিকট, সন্নিধান।

সমাধান: শব্দবাণ-১১৯

পাশাপাশি: ১. সংসার ৩. এবার ৪. ফোকলা ৬. নাচন ৯. জবাব ১০. মহাজন।

উপর-নীচ: ১. সরণি ২. রসিক ৩. একটানা ৫. লাজবাব ৭. চরম ৮. বাজন।

জন্মদিন

আজকের দিন

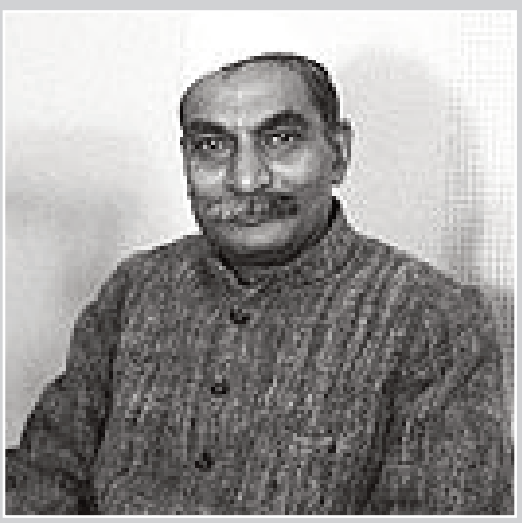

রাজেন্দ্র প্রসাদ

১৮৮৩ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নন্দলাল বোসের জন্মদিন।*
১৮৮৪ *ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় মিতালি রাজের জন্মদিন।*

শীত এলে বইমেলা জেগে ওঠে, অথচ পাঠক শীতঘুমে, ফেসবুকের নেশা তার দুচোখে !

স্বপনকুমার মণ্ডল

শীত পরশ পেতেই হরেক মেলার আয়োজন বার্তা হাতছানি দিয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে বইমেলার বিস্তারে তার পার্বণী উৎসবের ঘটা বইপ্রেমীদের মনে বসন্ত বয়ে আনে। অথচ পাঠক তার শীতঘুমে আচ্ছন্ন। আর তাতেই 'এখন আর কেউ বই পড়ে না' ধারণা যেন বৈধতা লাভ করে। সোস্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তে বই পড়ার অভ্যাসটাই যেন ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। সেখানে স্মার্ট ফোনের দৌলতে আঁধারেও পাঠকের চোখের পলক পড়ে না, রাতেও তার অবিরত অতৃপ্তির নেশায় বুঁদ হয়ে জেগে থাকার আয়োজন চলে। সেখানে বুকের কাছেই ফেসবুকের অবিরত হাতছানি । অথচ প্রতিবছর ২৩ এপ্রিলের বিশ্ব বই দিবস পালন করার রীতি চলে আসছে। এখন তাও ফেসবুকে জন্মদিন পালনের মতো বিশ্ব বই দিবসও স্মরণ করা হয় । বই পড়ার বিষয়টিই যেন সেকেলে আভিজাত্যে স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে উঠেছে। অথচ বিশ্ব বই দিবস পালনের মধ্যেও বাঙালির আভিজাত্য বোধ এই সেদিনও সমীহ আদায় করে নিত। বিশ্বের কিংবদন্তী সাহিত্যস্রষ্টা শেক্সপীয়ারের জন্ম (১৫৬৪) এবং মৃত্যুও (১৬১৬) হয়েছিল ২৩ এপ্রিল। সেখানে স্মরণে বরণীয় 'বিশ্ব বই দিবস' পালনে আলাদা মাত্রার ঐতিহ্য সংযোজিত হয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সর্বাধিক জনপ্রিয় শব্দের একটি হল 'বই'। শব্দের সঙ্গে অর্থের যেমন, শিক্ষার সঙ্গে বইয়ের তেমন হরগৌরীয় সুসম্পর্ক। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সহজতর মাধ্যম হল বইপড়া। আজও তার বিকল্প নেই। শুধু 'আধুনিকযুগেই নয়, প্রাচীনকালেও বইয়ের আভিজাত্যে টান পড়েনি। 'আমাদের শিক্ষা' গ্রন্থের 'বইপড়া' ('সবুজ পত্র', শ্রাবণ ১৩২৫) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরি ন্যায়দর্শনের 'সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার' বাৎসায়নের কামসূত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার হাল আমলের বই পড়ার হদিস দিয়েছেন। আবার ইন্টারনেটের যুগে সস্তা জনপ্রিয় গণমাধ্যমের রঙিন হাতছানিকে উপেক্ষা করেও বইয়ের অপরিহার্যতার বিকল্পের যথার্থ সন্ধান এখনও মেলেনি। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কাবের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-আঙ্গিকে বইয়ের বৈচিত্রময় উপস্থিতি শুধুমাত্র শিক্ষা দীক্ষায় সীমায়িত নয়, চলিষ্ণু জীবনের পাঠশালায় সর্বদাই তার প্রাণখোলা আনাগোনা। উপস্থাপিত বিদায়ের পরিধির আধিক্যে ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত নামকরণের প্রবণতায় বইয়ের যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচেষ্টা সহজসাধ্য নয়। তাই মুদ্রিত পৃষ্ঠার একসূত্রে আবদ্ধ অর্থে বইয়ের রকমারি ব্যবহার অর্থাৎ নোটবই থেকে চেকবই (একালের জনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়া ফেসবুকও) সবই দৈনন্দিন জীবনের ছকে বাঁধা বুলির নামান্তর।

বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় কালদর্পিত ভোগবাদী সমাজে ব্যস্ততম জীবনযাত্রার রকমারি রঙিনপত্র পত্রিকায় চাহিদা যোগানের ভারসাম্য বই ও অ-বইয়ের পার্থক্য নিরূপণ বাতুলতা মাত্র। ভক্তির পরকাষ্ঠায় যেমন ধর্মগ্রন্থাদি শালু কাপড়ে আবদ্ধ থাকে আবার আভিজাত্যের মোড়কে অথবা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সদিচ্ছায় তেমনই শো-কেসে বা আলমারিতে শোভাবর্ধন করে ধ্রুপদী সাহিত্য। নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু, পথ প্রদর্শক, জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার, মানসিক ক্ষুধার অমৃত আহার, জীবনযুদ্ধের ইতিহাস, আনন্দের খনি, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অনুসন্ধানকেন্দ্র, সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার ছক, অনুভূতির অমৃতের আশ্রয়স্থল ইত্যাদি যে নামেই বইকে বিভূষিত করি না কেন, তাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল' বাঁধানো অবস্থায় 'ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া' থাকা নীরব মহাশব্দের সঙ্গে লাইব্রেরিকে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ বই হল সমুদ্রের তলদেশের নীরব মহাশব্দের প্রশান্ত তরঙ্গবিশেষ। আবার প্রমথ চৌধুরী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লাইব্রেরিকে মানসিক হাসপাতাল বলে তাকে স্কুল কলেজের চেয়েও উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

যুগরুচির ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে লাইব্রেরিতে পাঠকের টান পড়াকে বই পড়া না-পড়ার বিষয়টির সঙ্গে বইয়ের প্রতি আমজনতার আকর্ষণহীনতার কারণও আলোচনায় উঠে আসে। সমাজের বহু মানুষ এখন অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জমান। অর্থনৈতিক দৈন্যে নিষ্পেষিত। তাই বিশ্ব বই দিবস শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ক্ষীণভাবে দায়সারা গোছের চর্চিত বিষয় হিসাবে আজও প্রতীয়মান হচ্ছে। বইমেলার বহর বাড়লেও মেলা বই পড়ার অবসর বেশিরভাগ কর্মব্যস্ত মানুষেরই মেলে না। তাই বইপ্রাণ মানুষের এই স্মরণীয় দিনটির আবেগের বেগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু 'উত্তরতিরিশ'- এর 'পড়া' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, বই যে আমাদের জীবনে এতবড় জায়গা জুড়ে আছে, তার কারণই তা আমাদের আনন্দ দেয় এবং সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত করে, প্রতিদিনের জীবনকে সুন্দর করে, ভালো করে বাঁচতে শেখায়। ভালো করে বাঁচাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বই তার অন্যতম উপায় মাত্র। কিন্তু সেই উপায়টি আজও মানুষের সম্বল হয়ে উঠল না।

বর্তমানে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ করা যায়, বইপড়া কমলেও এখন আগের থেকে পত্রপত্রিকা বিশেষকরে খবরের কাগজ পড়ার বহর বেড়েই চলেছে। একেকজন খবরখাদকের এতই নেশা যে, একই দিনে একাধিক খবরের কাগজ পড়ে থাকেন। ফলে তাঁদের বইয়ের পাতা উল্টালেই ঘুম এসে যায়। পত্রপত্রিকার কর্মকর্তারাও এই খবরখাদকের রসদের ভাঁড়ারটি বেশ উপাদেয় করে সাজিয়ে তোলেন। সেজন্য অধিকাংশ পত্রপত্রিকারই লক্ষ্যে থাকে পাঠক কোন খবরটা খাবে বেশি। সেই ধরনের খবরই ছাপা হয় সেই পত্রপত্রিকায়। অর্থাৎ অধিকাংশ খবরের কাগজের খবরে সামাজিক দায়ের চেয়ে বিক্রি ও বিজ্ঞাপনের দায়টাই বড় হয়ে উঠেছে। ফলে এখনকার খবরের চমকে চুমকি দিয়ে খবরখাদকের তৃষ্ণা যেমন বেড়ে চলে, তেমনই রসনা পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে হজমের যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে। তারফলে মননের ক্ষুধা হয় মরে যায়, নয়তো গলাধঃকরণের পর হজম হয় না। এজন্য খবরখাদকদের বইপড়া আর হয়ে ওঠে না। একসময় হয়তো এমন হয়ে যাবে যখন বইও সেই খবরের চমকের বিষয় ও ভাষায় লেখা হবে। এখন তো বলা হচ্ছে, পাঠকের দিকে লক্ষ রেখে বই লিখতে হবে। এই কথাটিই অবইসুলভ। আজ পর্যন্ত কোনো ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠকের অভিরুচিকে লক্ষ করে লেখা হয়নি।

লেখক পাঠক চায়, তার মানে এই নয় যে পাঠকের মনের মতো করে লেখককে লিখতে হবে। লেখক তাঁর মনের তাগিদে লিখবেন এবং পাঠকের মনে সেই তাগিদের উপযোগিতা লেখার মাধ্যমে তুলে ধরবেন। আর তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পাঠকের মনের

খোরাকের চাহিদা মাফিক লিখতে গেলেই বইয়ের পসার হয়তো বাড়বে কিন্তু বইয়ের চিরন্তন সমাদর হারিয়ে যাবে। একসময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ দর্শকের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচুর নাটক লিখে মঞ্চসফল হয়েছিলেন । সেই নাটকগুলি তাঁর মৃত্যুর পরেই বিস্মৃত হয়ে যায়। তাই অসুস্থ খবরখাদকের জীবনে বিশ্ব বই দিবসের কোনো প্রভাব পড়ে না। ভোগবাদী জীবনে খবরে কাগজ বা রঙিন পত্রপত্রিকা ভোগের সহায়ক, সেক্ষেত্রে বই তো ভোগের অন্তরায়। তার উপর ছাত্রজীবনে দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহের মতো বছর বছর গাদাগাদা নোট-বই পড়ার হ্যাপা পোয়ানো থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বইপড়ার স্বাদটাই হারিয়ে যায়। তাই এখন কেউ বই পড়ছে শুনলেই অনেকের মনে ছাত্রছাত্র ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ এখনও বইপড়া ছাত্রজীবনেই আটকে আছে। সে বন্ধন শিথিল হওয়ার চেয়ে এখন যেন আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কোকিলকে বলা হয় বসন্ত-সখা। তাহলে পাঠককে কী বই-সখা বলা যেতে পারে? পারে না। পাঠকের বৈচিত্র আছে, কোকিলের কুহুতে ভেদ নেই। ফলে পাঠক বই-সখা বা বই-সই হয়েও উঠেনি। আবার বই বৈষয়িক সম্পদও নয়। ফলে পাঠকের খাসতালুকে বই হয় অতিযত্নের সংরক্ষণে অকেজো হয়ে রয়েছে, নয় অবহেলার শিকার হয়ে ধূলায় মলিন হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্ব বই দিবসের আলোয় বই ও পাঠকের হরগৌরীসুলভ মিলনদৃশ্যটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। তারচেয়ে রঙিন গণমাধ্যমের আকর্ষণে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ছবিটা বেশ সমুজ্জ্বল। প্রমথ চৌধুরী শিল্প-সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণের প্রতি খেদ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায়, শিল্প-সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণের পাশাপাশি আশ্চর্যজনকভাবে বইপড়ায় গণতান্ত্রিকতা লক্ষ করা যায় না। যেভাবে অনেকের মধ্যে শিল্পী-সাহিত্যিক হওয়ার জোয়ার এসেছে, সেভাবে বইপ্রেমীর সংখ্যা বাড়েনি। অথচ বইয়ের সুস্থজীবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে অসুস্থ খবরখাদকদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই বিশ্ব বই দিবসের 'আলো বইয়ের ঘরে পৌঁছাতে পারে না। যদি পারত, তাহলেই বুকের (Book-এরও) যথার্থ স্থান হতো বই-এ। তার বদলে একালে নখদর্পণে বিশ্বদর্শনের মতো আঙুলের ডোগায় ফেসবুকের সহজ,সুলভ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণরঙিন আলোর হাতছানিতে বইয়ের পাঠকের ঠাঁই নেওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ! কেননা ফেসবুকের অবারিত দ্বার, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ও ছড়িয়ে দেওয়ার অনন্ত হাতছানি বইয়ের সচেতন পাঠককেও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মৌলবাদীদের দখলে বাংলাদেশ, হিন্দুরা বিপন্ন

প্রদীপ মারিক

বাঙালি আবেগ বাংলাদেশ যেন বাংলাদেশই থাকে কোন কারণে যেন তালিবান শোষিত পাকিস্থান না হয়ে যায়। কিন্তু সেই দিকে কেন পুরোপুরি ভাবেই পাকিস্তানের দখলে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অবিলম্বে বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। হিন্দুদের ওপর যারা অত্যাচার করছে তারা সন্ত্রাসবাদী। এদের কোন জাত নেই। সেই কারণেই প্রয়োজনে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কি করে কি ভাবে কুটনৈতিক ভাবে এই অমানবিক অত্যাচার শেষ করা যায় সে দিকে লক্ষ্য দিক বিশ্বের দুই শান্তিকামী নেতা নরেন্দ্র মোদি এবং ট্রাম। কারণ ট্রাম্প এবং মোদির ওপরেই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করেন হিন্দুরা। বিশ্বের সমস্ত সানাতনীরা মনে করেন মোদির চেষ্টায় বাংলাদেশে হিন্দুদের হৃত গৌরব আবার ও ফিরে আসবে। কোন কারণ ছাড়াই চিন্ময় দাস কে গ্রেপ্তার করলো বাংলাদেশ সরকার। দিনের পর দিন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যেন চরম চেহারা নিয়েছে। চিন্ময় সাধুর মুক্তির দাবিতে ময়দানে নেমে পড়েছে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের পর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সহিংসতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়েই চলেছে। মন্দির, বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা সহ বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদনে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তার উত্তেজনাকে তীব্র করেছে, ইউনিস সরকারের ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের টার্গেট করছে বাংলাদেশ মৌলবাদী সরকার। বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। চরম অসহযোগিতা দেখা গেছে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে। চিন্ময় দাসকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন বিচারক কাজী শরিফুল ইসলাম। এদিন চিন্ময় দাসের আদালতে পেশের আগে আদালত চত্বরে জড়ো হন শয়ে শয়ে মানুষ। উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগানও। গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ৮ দফা দাবিতে হিন্দুদের মুখপাত্র হিসেবে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস।

গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের লালদিঘী মাঠে জনসভার পর ৩০ অক্টোবর রাতে ১৯ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের কোতয়ালী থানায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়। এই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকায় লং মার্চের ঘোষণাও দিয়েছিল সনাতনী জাগরণ মঞ্চ। পরে সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। চট্টগ্রামের নিউমার্কেট মোড়ের স্বাধীনতা স্তম্ভে মিথ্যা ভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ করা হয় চিন্ময়ের বিরুদ্ধে। ইসকন কতৃপক্ষ জানিয়েছে শান্তিপ্রিয় ভক্তি আন্দোলন স্তব্ধ করতে যে ভাবে মৌলবাদীরা চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে তা এককথায় মেনে নেওয়া যায় না। ইসকন কতৃপক্ষ চাইছে চিন্ময় প্রভুর নিঃস্বার্থ মুক্তি। অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির জন্য আবেদন করেছে। বঙ্গের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী অবিলম্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার এবং অবশ্যই চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর কে অনুরোধ করেছেন কারণ দিনের পর দিন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষ সব সময় শান্তির পক্ষে। সম্প্রতি রুশ সফরে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন ভারত বুদ্ধ চায় যুদ্ধ নয়। আবার মোদির নেতৃত্ব ভারতবর্ষ সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হয় না। বিশ্ববরেণ্য শীর্ষ নেতা যে তাই মোদি। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বিশ্ব শান্তির দেশ ভারতে আশ্রয় নিলেন। হাসিনার দেশছাড়ার পর প্রতিবেশী বাংলাদেশের হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। নব নিযুক্ত মোহাম্মদ ইউনিসের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি ভারত সারকারের একটা আশা ছিল। ইউনিস নিজেও বলেছিলেন হিন্দুদের ওপর কোন আক্রমণ হবে না কিন্তু হিন্দুদের ওপর একটার পর একটা আক্রমণ হয়েই চলেছে। গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনার করছে ভারত সরকার। প্রায় তিনমাস হতে চললো বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে মোহাম্মদ ইউনিসের হাতে। ইউনিস সরকার এসেই ঘোষণা করেছিল ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করবে, বাংলাদেশের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা , বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন পদ্ধতি জন প্রশাসন সংস্কার। এই ছটি কমিশনের প্রধানদের নাম ও জানিয়েছিলেন ইউনিস। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল তা গঠন করতে। বিতর্ক দানা বাঁধতেই ২৪ শে অক্টোবর তড়িঘড়ি ছয় কমিশন গঠন করলো ইউনিস সরকার। কিন্তু এই ছয় কমিটিতে একটাতেও নেওয়া হয় নি সংখ্যালঘু হিন্দু বোদ্ধ খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের। ছয় কমিটিতে যে ৫০ জন সদস্যের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দেশের ৯ শতাংশ সংখ্যালঘুদের কোন স্থান দেয়নি ইউনিস সরকার। বোদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংবাদ মাধ্যমের প্রধান দেবাশীষ বলেছেন হাসিনা সরকারের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে সব রকম ব্যবস্থা করেছে এই সরকার। তাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের শাখা সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগকে। দিনের পর দিন বাংলাদেশ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। সংখ্যালঘুদের কি ভাবে সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাতে হয় তা মোদি সরকারের কাছে শিক্ষা নিক ইউনিসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দেশের ঐক্যের প্রশ্নে সমস্ত ভারতবাসী এক সূত্রে গাঁথা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সাম্প্রতিক সহিংসতা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে নির্বাচনের পর সেখানে প্রবল উত্তেজনা, গভীর বিভাজন ও মেরুকরণ হয়। জুনে ছাত্র আন্দোলনের পর পরিস্থিতি আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে। সহিংসতা বাড়ে। ভবন ও পরিকাঠামোর পর আক্রমণ হয়। রেল ও ট্রাফিক বিঘ্নিত হয়। জুলাইতেও বিক্ষোভ চলে। আমরা এই সময় বারবার সবাইকে সংযত হতে বলি এবং জানাই যে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে।' জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, 'আমরা যে রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে সম্পর্কে ছিলাম, সবাইকে একই কথা বলি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও মানুষের ক্ষোভ কমেনি।

বিক্ষোভ চলতে থাকে। এই সময় একটা দাবিতেই আন্দোলন হয়, হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। পুলিশ আক্রান্ত হয়। সহিংসতা বাড়ে। বাংলা দেশে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের ব্যবসা ও মন্দিরসহ অনেক জায়গায় আক্রমণ করা হয়।' তিনি এও বলেন,'সংখ্যালঘুরা কেমন আছেন, তার দিকেও নজর রেখেছি। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠন তাদের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট। আমরা তা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমরা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।' বাংলাদেশের যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপহার দেওয়া মুকুট চুরির খবরে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করে ভারত সরকার ঢাকাকে বিষয়টির 'তদন্ত' করতে বলেছে। শেখ হাসিনা সরকার পড়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপরে বার বার হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলা হয়েছিল সংখ্যালঘুদের ধর্মস্থানেও। হিন্দু-সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানে হামলা চালানো হচ্ছে। পুড়ছে বাড়িঘর, চলছে ভাঙচুর, পিটিয়ে খুন, অবাধ লুঠপাট। এইসব নৃশংস, নির্মম, অমানবিক ঘটনার ইতিমধ্যেই সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আবেদন জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। সবচেয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের খুলনা বিভাগে। বিভাগটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ২৯৫টি বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা হয়। রংপুর বিভাগে ২১৯টি, ময়মনসিংহে ১৮৩টি, রাজশাহীতে ১৫৫টি, ঢাকায় ৭৮টি, বরিশালে ৬৮টি, চট্টগ্রামে ৪৫টি এবং সিলেটে ২৫টি বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়বে সম্প্রতি সংস্কার কমিটিতে একজন ও হিন্দু সদস্য না থাকার ফলে।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, মোহাম্মদ ইউনিসের উচিত যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষা করা যাতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হিন্দু মা বোনেরা যেন সুরক্ষিত থাকেন। কারণ ওপার বাংলার মা বোনেদের কান্নার ধ্বনি এ বঙ্গে শুধু নয় ভারতবর্ষ হয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সংস্কার কমিশনে একজন ও হিন্দুদের জায়গা না দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার পক্ষান্তরে মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে না তো !

বাংলাদেশের সনাতনীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ মায়াপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সনাতনীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ। এবার ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে। রবিবার সন্ধ্যায় ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে রাধা মাধবের বিগ্রহের সামনে অসংখ্য কৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে বাংলাদেশে সনাতনীদের ক্রমাগত নির্যাতনের প্রতিবাদে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সোচ্চার হল ইসকন ভক্তরা। এই প্রথম বাংলাদেশের ঘটনার প্রতিবাদে আসরে নামতে দেখা গেল ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের ভক্তদের। রবিবার সন্ধ্যায় ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে রাধা মাধবের বিগ্রহের সামনে অসংখ্য কৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে বাংলাদেশে সনাতনীদের ক্রমাগত নির্যাতনের প্রতিবাদে বার্তা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ইউনিট সরকারকে চরম হুঁশিয়ারি দেয় ইসকন কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নিঃস্বার্থ মুক্তির দাবিতে হরিনাম সংকীর্তন এর মাধ্যমে সোচ্চার হলেন ইসকন ভক্তরা। হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে অন্যতম মুখ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে একটি বিক্ষোভ সভা করে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।

রাইস মিলের ফেলে রাখা ছাইয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী, উদাসীন মিল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাঁকুড়া বর্ধমান রোডের খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রাস্তার দুই ধারে রয়েছে প্রায় দশটি রাইস মিল। খ গুঘোষ থানা মোড় থেকে আড়াডাঙা মোড় পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তার দুই ধারে রয়েছে বেশ কিছু রাইস মিল। আর সেই এক কিলোমিটার রাস্তা দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে ফেলা হচ্ছে রাইস মিলের ছাই। ব্যস্ততম বাঁকুড়া বর্ধমান রাস্তার ওপর দিয়ে ছোটো বড় সব ধরনের যানবাহন থেকে সাধারণ মানুষের যাতায়াত রয়েছে প্রতিনিয়ত। রাইস মিল কর্তৃপক্ষের এহেন কর্মকাণ্ডে চরম সমস্যায় পড়ছেন বাঁকুড়া বর্ধমান রাস্তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করা বিভিন্ন যানবাহন চালক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে ফেলা রাইস মিলের ছাই বাতাসে উড়ে চোখে মুখে পড়ছে সাধারণ মানুষের। আর এতেই ঘটছে বিপত্তি। সমস্যার কথা সাধারণ মানুষ রাইসমিল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনওরকম হেলদোল নেই রাইস মিল কর্তৃপক্ষের। শুধুমাত্র যে রাইস মিলের ছাই উড়ে সাধারণ মানুষের

চোখে মুখে পড়ছে তা কিন্তু নয়, রাস্তার পাশে রাইস মিলে ছাই ফেলার ফলে রাস্তার পাশে যে সমস্ত নিকাশি নালাগুলি রয়েছে সেগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে পড়েছে। এর ফলে বর্ষার সময় খণ্ডঘোষ, আরাডাঙা, খেজুরহাটি সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের বৃষ্টির জল নিকাশির অভাবে গ্রামে জমে থাকে। সমস্যার সম্মুখীন হন গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। তবে এই বিষয়ে খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ হাসানুর জামান জানান, সাধারণ মানুষের অসুবিধা তৈরি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লাভের জন্য ব্যবসা। এটা কখনোই কাম্য নয়। রাস্তার দুই পাশে ফেলা ছাই একেবারে মানুষের চলার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা রাইস মিল কর্তৃপক্ষগুলিকে নোটিস পাঠিয়েছি আবার পুনরায় তাদেরকে নোটিস পাঠাচ্ছি। রাইস মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে রাস্তার দুই ধারে ফেলা ছাই দ্রুত সরিয়ে রাস্তার দুই ধার পরিষ্কার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যদি কোনও রাইস মিল কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশকে অমান্য করেন তাহলে আমরা আগামী দিনে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েত।

মগড়ায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিঁড়ে পুলিশকে আক্রমণ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেই ওয়ারেন্ট ছিঁড়ে পুলিশকেই আক্রমণ গ্রামবাসীর। আক্রান্ত হলেন মগড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনায় গ্রেপ্তার ১১ জন। অভিযুক্তদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম তনেশ ঘোষ, সুজিত অধিকারী, কৌশিক গোস্বামী, দেবাশিস সরকার, দেবেশ অধিকারী, কুণাল অধিকারী, গৌতম বিশ্বাস, অমর সর্নকার, প্রসেনজিৎ পাল, বঙ্কিম ঘোষ ও ভাস্কর দাস। পুলিশ সূত্রে জানা খবর, ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার হুগলির মগড়া থানার বাসুদেবপুর অধিকারীপাড়া এলাকায়। জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের একটি মামলায় অভিযুক্ত দু'জন আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে গ্রেপ্তার করতে যায় পুলিশ। এরপর পুলিশের গাড়ি ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীরা। ধস্তাধস্তি হয় পুলিশে সঙ্গে। গাড়ি ভাঙচুর করে পুলিশকে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মী আহত হন। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে মোট এগারো জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, আক্রমণের অভিযোগের ভিত্তিতে মোট এগারো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ভোজ্য তেলের গোডাউনে হানা এনফোর্সমেন্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার চাকদা থানার অন্তর্গত শিমুরালী মেইন রোড কালীতলায় ব্যবসায়ী শান্ত সেনের ভোজ্য তেলের গোডাউনে ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের হানা। ছিল চাকদা থানা। ভেজাল ভোজ্য তেল রাখার অভিযোগ পেয়ে সোমবার আনুমানিক সকাল এগারোটা নাগাদ হানা দেয় প্রশাসন। সন্ধে ছটা পর্যন্ত চলে এই অভিযান। ওই গোডাউন থেকে ১৫ কেজির ৭৩ টি তেলের টিন বাজেয়াপ্ত করে প্রশাসন। আটক করা হয় মালিক শান্ত কুমার সেনকে। এই খবর সংগ্রহ করতে গেলে রীতিমতো সকাল থেকে একাধিকবার বাধার মুখে পড়তে হয় সংবাদমাধ্যমকে। অন্যদিকে ওই তেলের গোডাউনের ব্যবসায়ী সহ তার সহযোগীরা এবং এই ব্যবসার সঙ্গে যোগসূত্র থাকা আশেপাশের বহু ব্যবসায়ীরা জমায়েত হয় এবং এই কাজে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। পরবর্তীতে শিমুরালি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে বিষয়টি সামাল দেওয়া হয়। প্রশ্ন এখানেই সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ভোজ্য তেল, সেখানেও কি তাহলে ভেজাল মিশিয়ে তেল তৈরি হচ্ছে? আর তা আড়াল করার উদ্দেশ্যে কি সংবাদ মাধ্যমকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা? পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিমুরালি ব্যবসায়ী সমিতির দুই যুগ্ম সম্পাদক জানান, শান্ত কুমার সেনের বাড়িতে হানা দিয়েছে ডিইবি চাকদা থানা। শান্ত সেনকে আটক করেছে।

নবদ্বীপে সনাতন সন্ত সমাজের ডাকে প্রতিবাদী পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সম্প্রতি বাংলাদেশে ইস্কন ভক্তকে গ্রেপ্তার করা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতের জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করার ছবি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে নিন্দার ঝড়। পাশাপাশি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের তরফেও দেশ জুড়ে শুরু করেছে বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচি। এবার সেই আঁচ এসে পড়ল মন্দির নগরী নবদ্বীপেও। সোমবার বিকেল আনুমানিক বিকেল চারটেয় শহরের প্রাচীন মায়াপুর জন্মস্থান মন্দিরের পার্শ্ববর্তী নরহরি ধাম মন্দিরপর সন্মুখ থেকে এক প্রতিবাদী পদযাত্রার আয়োজন করে সনাতন সন্ত সমাজের তরফে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠ মন্দিরের অসংখ্য সাধু সন্ত সহ নবদ্বীপ শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু সাধারণ মানুষ।

SBI — রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুশান্ত বিবহার, ই-মেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট - II-A [রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.১২.২০২৪
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৭.১২.২০২৪** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৮,৯৩,৩৪৩ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সৌমেন নস্কর** কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২,৮৪,০০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২৮,৪০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
রেনাল্ট লজি ডিসিআই আরএক্সই,রেজি.নং ডব্লুবি-০৬এস৩৯৪০, চেসিস নং এমইইজেএসআরবিডব্লু৪জে৩০০১২৯৬, ইঞ্জিন নং কে৯কেএফ৮৩০ই০৫৯৪৮৬, তৈরির বছর : ২০২০।

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক জামিনদত্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com দেখুন।

তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৪ — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ আরএসিপিসি বেহালা — এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি তৃতীয় অতিরিক্ত সাধারণ সভার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির **তৃতীয় অতিরিক্ত সাধারণ সভা ('ইওজিএম') বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') দ্বারা প্রদান করা হবে ইওজিএম আহ্বায়ক নোটিশে বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য এবং প্রচারিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলারগুলির সাথে পড়া এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি সর্বশেষ তারিখে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ সার্কুলারস') এবং ১২ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার এবং ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩, ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের সার্কুলার সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার") দ্বারা ইস্যুকৃত অনুযায়ী।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ৩য় ইওজিএম ("নোটিস") আহবান করার নোটিশটি সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এর সাথে নিবন্ধিত। ই-মেইল ঠিকানার নিবন্ধন/হালনাগাদ করার জন্য, সদস্যরা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারেন, যেমন :

যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি যার ঠিকানা এবং ব্যাঙ্কের বিশদ (যেকোন পরিবর্তন সহ) লভ্যাংশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে	**ডিম্যাট হোল্ডিং** - ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ দ্বারা **ভৌত হোল্ডিং** - শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে সেবি তার মাস্টার সার্কুলার নং SEB1/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 তারিখ ৭ মে, ২০২৪ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 তারিখ ১০ জুন, ২০২৪ এর নির্দেশ মতে ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ), শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে৷ সদস্যরা, ভৌত আকারে সিকিউরিটি ধারণ করে, যাদের ফোলিও(গুলি) কেওয়াইসি বিবরণগুলির সাথে আপডেট করা হয়নি যেমন, (ক) প্যান, (খ) মনোনয়নের পছন্দ; (গ) যোগাযোগের বিবরণ; (ঘ) মোবাইল নম্বর; (ঙ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ এবং (চ) স্বাক্ষর এই জাতীয় ফোলিওগুলির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে লভ্যাংশের যে কোনও অর্থ প্রদানের জন্য যোগ্য হবে৷ উপরোক্ত অনুসারে, লভ্যাংশ, ফিজিক্যাল ফোলিও যেখানে উপরোক্ত কেওয়াইসি বিশদগুলির মধ্যে যেকোনও কাট-অফ তারিখের আগে আপডেট করা হয়নি, কোম্পানির নিকট মজুত থাকবে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে অবগত হন যে ফোলিওতে কেওয়াইসি বিশদ আপডেট হওয়ার পরেই লভ্যাংশগুলি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে৷ ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের প্যান, কেওয়াইসি এবং নমিনেশনের বিশদ একটি যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২, আইএসআর-৩ বা এসএইচ -১৩ পাঠিয়ে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে প্রযোজ্য মতে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ **www.manaksiacoatedmetals.com** এবং কোম্পানির আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে **https://www.mdpl.in/downloads.php/** তে মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তলা, কলকাতা ৭০০ ০০১-তে অথবা তাদের নিবন্ধিত ইমেল আইডি **mdpldc@yahoo.com** এ ইমেলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য বা যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার পরে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন।
ভৌত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, **investor.relations@mcmil.in**-এ অথবা **mdpldc@yahoo.com**-এ আরটিএ-তে লিখে আরবিআই অনুমোদিত যে কোনও ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে আদায় সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশের পরিমাণ পাওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন। নিম্নলিখিত নথি সংযুক্ত অনুযায়ী :
(ক) ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি;
(খ) যে ব্যাংক ও শাখার লভ্যাংশ গ্রহণ করা হবে তার নাম এবং অ্যাকাউন্টের ধরন;
(গ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং যা কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন এবং ১১ সংখ্যার আইএফএসসি কোড সমন্বিত এবং
(ঘ) ব্যাঙ্কের পাসবুকের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং বাতিল চেকের পাতায় প্রথম ধারক অথবা সদস্যের নাম সম্বলিত।
যাইহোক, যদি কোম্পানি আরবিআই অনুমোদিত ইলেকট্রনিক মোড(গুলি) এর মাধ্যমে সরাসরি লভ্যাংশ প্রাপক হস্তান্তর করতে অক্ষম হয়, কোম্পানি এই ধরনের সদস্যদের কাছে ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠাবে।
আয়কর আইন, ১৯৬১-এর বিধান অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কাটতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের নির্ধারিত হারের জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং এর সংশোধনগুলি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির সাথে তাদের প্যান আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আরটিএ (যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা হয়) এবং ডিপোজিটরি (যদি শেয়ারগুলি ডিম্যাট মোডে রাখা হয়)।
সদস্যরা মনে রাখবেন যে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ইওজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksiacoatedmetals.com**-এ পাওয়া যাবে; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হবে। কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম ("ই-ভোটিং") চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
৩য় ইওজিএম নোটিশ নির্ধারিত সময়ে শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় প্রযোজ্য আইন অনুসারে পাঠানো হবে।

মানকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং. F12124
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২ ডিসেম্বর ২০২৪

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে, দলিল রেজিষ্ট্রী অফিসে এবং বি. এল এন্ড এল. আর. ও. অফিসে নিম্নলিখিত ল-ক্লার্কস্ গন কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্ রাজ্য কাউন্সিলের শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তলা), ১ নং বেলেঘাটা রোড, কোলকাতা- ৭০০০১৪ ঠিকানায় তাহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন উপরোক্ত ঠিকানায় কাউন্সিল দপ্তরে।
জেলা- মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর ব্লক, বেলডাঙা-১ ও ২ ব্লক। ১) দিনমহম্মদ সেখ, ২) টোটন কুমার দে, ৩) বিবেকানন্দ নন্দী।
বিনীত
হিমাংশু কর্মকার
সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।
এ. আই. এল. সি. এফ।

শেয়ার হারানোর নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি **সুশীলা দেবী আগরওয়াল -হিমাদ্রি স্পেসালিটি কেমিক্যাল লি.** (পূর্বতন হিমাদ্রি কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে পরিচিত) নিম্নোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ হারিয়ে ফেলেছি এবং কোম্পানির নিকট বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদন করেছি:

ফোলিও নং :	এ/০৩০৬০
সার্টিফিকেট নং :	৬৫৯১
ডিসটিংটিভ নং :	৩৭৬১৫৭৪৩১-৩৭৬১৫৮৪৩০
শেয়ার সংখ্যা :	১০০০

সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট কোনওভাবেই এবং কোনও ব্যক্তি(বর্গের) সঙ্গে লেনদেন না করতে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার সমূহ সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে কোম্পানির **রেজিস্টার্ড অফিস -২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৯ম তল, স্যুট নং ১৫, কলকাতা-৭০০০০১** ঠিকানায় দাবি পেশ করতে হবে।
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.১২.২০২৪ সুশীলা দেবী আগরওয়াল

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	রজনী গোয়েল	০০১৯৮৯৯	৩৮৮৪	৭৩৭২৪৭৬-৭৩৭৩৩৫০	৮৭৫

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।
আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: নিউ দিল্লি — নীতিন শর্মা
তারিখ: ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ — (কোম্পানি সেক্রেটারি)

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বেনিপুর তেজসিংহপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (**Rgd. 155/MSD, Dt.** ২০/০৩/১৯৬৫) এর সকল সদস্য ও সদস্যা গণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আগামী **২১/১২/২০২৪** (শনিবার) তেজসিংহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহে বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত উক্ত সমিতির পরিচালক মণ্ডলী গঠনের জন্য ৯ জন (যাহার মধ্যে অসংরক্ষিত ৭ জন ও মহিলা ২) প্রতিনিধির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকার সকল সদস্য/সদস্যা গনকেঅনুরোধ করা হইতেছে।
খসড়া নির্বাচক তালিকায় আপত্তি গ্রহন ০২/১২/২৪-০৩/১২/২৪ এবং নিস্পত্তিকরণ ০৪/১২/২০২৪, সমিতির অফিসে। চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ ০৪/১২/২০২৪, দুপুর ১২.০০টা, সমিতির নোটিশ বোর্ড।

ক্রমিক সংখ্যা	নির্ঘন্ট সূচি	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিখ
১.	আবেদনক্রমে মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৬/১২/২০২৪ ও ০৭/১২/২০২৪	দুপুর ১২ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	বজলুর রহমান (ম্যানজার)
২.	প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্র দাখিল	৯/১২/২০২৪ ও ১০/১২/২০২৪	দুপুর ১২ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	বজলুর রহমান (ম্যানজার)
৩.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও তার অব্যহিত পরে বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	১১/১২/২০২৪	বেলা ১১.০০ টা	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও / ম্যানজার
৪.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন প্রত্যাহার	১২/১২/২০২৪	দুপুর ১২ টা হইতে বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৫.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১২/১২/২০২৪	বেলা ২.০০ টার পর	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৬.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১২/১২/২০২৪	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৭.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	২১/১২/২০২৪	বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	তেজসিংহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	এ.আর.ও
৮.	ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গননা ও ফল প্রকাশ	২১/১২/২০২৪	ভোট গ্রহণের পর	তেজসিংহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	এ.আর.ও

বিদ্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবালী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র, সমিতির পাশবহি, অথবা বিকল্প স্বচিত্র পরিচয় পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বেনিপুর তেজসিংহপুর সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — Indian Bank — ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
শাখা : হরিশ মুখার্জি রোড

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৩.০৯.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা অরুন্ধতী সাঁতরা হরিশ মুখার্জি রোড শাখা নিকট বকেয়া **৯,২৯,৭৯৬.০০ টাকা (নয় লাখ উনত্রিশ হাজার সাতশ ছিয়ানব্বই টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৯,২৭,৭২৫.০০ টাকা (নয় লাখ সাতাশ হাজার সাতশ পঁচিশ টাকা)** ০১.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির সকল অংশ নিম্নে বর্ণিত :

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৪০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (এবং সমানুপাতিক অংশ সিঁড়ি, এবং চাতাল এবং লিফটের), ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ টয়লেট পূর্ব দিকে ৪র্থতলে, জি-৩ তলা ভবনে, সকলের সুবিধা ভোগের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ বেহালা, জেএল নং ১৬, আরএস নং ৮১, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৌজি নং ৬৫, খতিয়ান নং ১৭, দাগ নং ৭৫, কলকাতা পৌর সংস্থার প্রেমিসেস নং ২৫৬, বোম্বাই বাগান রোড, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : বেহালা, পরবর্তীতে ঠাকুরপুকুর বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, সেরাসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৩২৭০২৩৮৭ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৩২৭৫৬০৮৬। মালিক : শ্রীমতি অরুনদ্ধতী সাঁতরা এবং শ্রী তন্ময় সাঁতরা।	**ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** তপন দাসের জমি; **পূর্বে :** ১৪ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক; **পশ্চিমে :** নিতাই চন্দ দাসের জমি।

তারিখ :০২.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম ফ্লোর, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত। CIN: L65993WB1979PLC032394
ফোন: ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ **ইমেল:** info@ludlowjute.com
ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিস
কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ এর বিধান অনুসারে কোম্পানী (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ (সময়ে সময়ে বলবৎ যেকোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনঃ-প্রণয়ন(গুলি) সহ), এবং এই জাতীয় অন্যান্য নিয়ম, আইন ও প্রবিধান অনুসারে কোম্পানি **২ ডিসেম্বর ২০২৪** তারিখে কোম্পানির সকল সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালট নোটিস প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা কোম্পানি বেনিফিসিয়াল ওনার -এর রেজিস্টারে **শুক্রবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে উল্লিখিত আছে। পোস্টাল ব্যালট নোটিসটি ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। পোস্টাল ব্যালটের নোটিস শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশ সাধারণ রেজোলিউশন পাসের জন্য বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোট সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়;
১. শ্রী পরিমল গুণবন্তরাই আজমেরা (DIN- 02126225) -কে কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ নিয়মিতকরণ।
২. জনাব আনন্দ আগরওয়াল (DIN- 03121369) -কে কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ - ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ নিয়মিতকরণ।
৩. শ্রীমতী শ্রুতি সুকুল (DIN- 10794840) -কে কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ নন-ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ নিয়মিতকরণ।
৪. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (DIN- 00320459) -কে কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ নন-ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ নিয়মিতকরণ।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি সহ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার পদ্ধতি "https//www.evoting.nsdl.com/" বা "www.ludlowjute.com" লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ই-ভোটিং সুবিধার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে। বোর্ড **মিঃ শচীন কুমার (ACS 37957, CP No. 14157),** প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট যাচাই করার জন্য নিযুক্ত করেছে।
ই-ভোটিং সময়কাল **৩ ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ০৯.০০টায়** শুরু হবে এবং শেষ হবে **বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২৫ বিকাল ৫.০০টায়** এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। ই-ভোটিং মডিউলটিও **বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২৫** পরে ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রীয় করা হবে। একবার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, শেয়ারহোল্ডারকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে, দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের ফলাফল **শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফলগুলি, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com-এ অবিলম্বে পাওয়া যাবে এবং এছাড়াও বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.bsendia.com -তে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -তে
কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন- ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ বা evoting@nsdl.co.in -এ মিসেস পল্লভী মহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজারকে একটি অনুরোধ পাঠান।
বোর্ডের আদেশ অনুসারে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — আশিষ চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
তারিখ : ০৩.১২.২০২৪ — DIN: 10198821
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — Indian Bank — ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জঙ্গিপুর শাখা
লালগোলা, মহারাজ রোড, রঘুনাথগঞ্জ, ম্যাকেনজি মোড়ের নিকট
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৫

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৩.০৮.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স তৌফিক হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী মহ. সাহিম আলি, স্বত্বাধিকারী মহ. সাহিম আলি,** পিতা শ্রী আবুল কাসেম এবং **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : মাসুমা বিবি,** স্বামী মহ. সাহিম আলি ঠিকানা গ্রাম - মঙ্গলজান ঘিরশালা, পো - ঘোরশালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫ **জঙ্গিপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৬,৭১,১৫৯.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ একাত্তর হাজার একশ উনষাট টাকা) ১৯.০৭.২০২৪** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর শাখার** নিকট বকেয়া **৩৬,৭১,১৫৯.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ একাত্তর হাজার একশ উনষাট টাকা) ১৯.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : ঘোড়শালা, জেএল নং ৯৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২২৮, আর এস এবং এলআর প্লট নং ১৫৮৫, জমির এরিয়া ৩.৩০ ডেসিমেল, কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : ঘোড়শালা, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২২৩৫, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল হেবানামা দলিল নং ১-৭২৬২ তারিখ ১৬.০৪.২০০৭, এডিএসআরও -জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ,। সম্পত্তি শ্রীমতি মাসুমা বিবি এর নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : বাদাই শেখ এর সম্পত্তি ; পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি; পশ্চিমে : রেজাবুল শেখ এর সম্পত্তি।
তারিখ :০২.১২.২০২৪/ স্থান : জঙ্গিপুর — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

BOI — Bank of India — Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বর্ধমান জোন
ঠিকানা - ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর - ২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২, ইমেল - Bardhaman.AssetRecovery@bankofindia.co.in

অনলাইন স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার স্বর্ণঋণগ্রহীতাদের বকেয়া পরিষোধের জন্য বিক্রয় নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছিলেন, ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিষোধে ব্যর্থ হন, সংশ্লিষ্ট সাধারণ এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, "যেখানে যা আছে ভিত্তিতে" এবং যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং " কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ অলংকারগুলি অনলাইনে বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। নিলাম অনলাইনে **https://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে **১৮.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে সম্পাদিত হবে।**

ক্রম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	ঋণগ্রহীতার নাম	মোট ওজন	ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ	ইএমডি পরিমাণ ইএমডি অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত
১	৪৩৯৫৭৭৬১০০০০৪৯১ (বালসি)	গৌতম দে	১৯.২৭ গ্রাম	১৭.১২.২০২৪	ইএমডি পরিমাণ : ৫০০০.০০ টাকা অ্যাকাউন্ট নাম : ইন্টারমিডিয়ারি ইনওয়ার্ড আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট নং : ৪৩৯৫৯০২০০০০০০৩৩ আইএফএসসি কোড : BKID0004395
২	৪৩০৩৭৭৬১০০০২৫৬১ (কালারা)	সন্দীপ কুমার ঘোষ	১১.০০ গ্রাম	১৭.১২.২০২৪	ইএমডি পরিমাণ : ৫০০০.০০ টাকা অ্যাকাউন্ট নাম : ইন্টারমিডিয়ারি ইনওয়ার্ড আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট নং : ৪৩০৩৯০২০০০০০০৩৩ আইএফএসসি কোড : BKID0004303
৩	৪৩৮৯৭৭৬১০০০০৩৫৮ (উখরা)	পিন্টু গরাই	৩.৩৯ গ্রাম	১৭.১২.২০২৪	ইএমডি পরিমাণ : ৫০০০.০০ টাকা অ্যাকাউন্ট নাম : ইন্টারমিডিয়ারি ইনওয়ার্ড আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট নং : ৪৩৮৯৯০২০০০০০০৩৩ আইএফএসসি কোড : BKID0004389

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য **https://egold.auctiontiger.net** দেখুন
তারিখ : ০২.১২.২০২৪ — স্বা/ম্যানেজার
স্থান : বর্ধমান — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোন

কাউন্সিলারের স্ত্রীর নামে সরকারি বাড়ি নিয়ে বিতর্ক, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: হাউস ফর অল প্রকল্পে বাড়ি পেয়েছেন রামজীবনপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরের স্ত্রী। কাউন্সিলার পেশায় শিক্ষক। রয়েছে দ্বিতল পাকা বাড়ি। তাই, কাউন্সিলরের স্ত্রীর সরকারি বাড়ি পাওয়া নিয়ে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। পুরবাসীদের অভিযোগ, তারা বার বার পুরসভায় আবেদন জানানোর পরেও মেলেনি সরকারি বাড়ি। বহু পরিবার ভাঙাচোরা মাটির বাড়িতে কিংবা ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছে। অনেকেরই অভিযোগ, এলাকার নেতাদের টাকা দিতে না পারায় বাড়ি মেলেনি। গরিব মানুষদের অনেককেই বঞ্চিত করে হাউস ফর অল প্রকল্পের বাড়ি দেওয়া হয়েছে যাদের একাধিক পাকা বাড়ি রয়েছে। এই ঘটনায় জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। জানা গেছে, রামজীবনপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার শম্ভু দাস পেশায় স্কুল শিক্ষক। বড় দ্বিতল পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তার স্ত্রী মনীষা দাসের হাউস ফর অল প্রকল্পে পাওয়া বাড়ির কাজও শুরু হয়েছে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে শোরগোল। প্রশ্ন উঠছে পুর এলাকায়, এখনো অনেক গৃহহীন মানুষ রয়েছেন যারা ভাঙাচোরা মাটির বাড়িতেই বসবাস করছেন। তারা এখনো বাড়ি পেলেন না অথচ দোতলা পাকা বাড়ির মালিক তৃণমূল কাউন্সিলারের স্ত্রী কিভাবে সরকারি বাড়ি পেলেন? পেশায় শিক্ষক কাউন্সিলারের স্ত্রীর সরকারি বাড়ি পাওয়ার ঘটনায় শাসক দল তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, যারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তারা বাড়ি পায়নি। বাড়ি পাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। সরকারি বাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরসভা ও বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার অভিযোগ জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু বিজেপি নেতৃত্ব নয়, পুর এলাকার বহু গরিব পরিবার সরকারি বাড়ি থেকে এখনো বঞ্চিত রয়েছে এবং বাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন পুরসভা এলাকার অনেকেই। হাউস ফর অল প্রকল্প দুর্নীতি অভিযোগ নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তেওয়ারি বলেন, চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলারের স্ত্রীর নামে সরকারি বাড়ি কিভাবে বরাদ্দ হয়েছে তা খোঁজ খবর নিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিজেপি নেতৃত্ব যে অভিযোগ করছেন তা ঠিক নয়। প্রকৃত প্রাপকদের সরকারি বাড়ি দেওয়া হয়েছে। কাউকেই বঞ্চিত করা হয়নি।

দুই যমজ বোন নিখোঁজ হওয়ার পর উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ

এলাকা খতিয়ে দেখলেন পুলিশ আধিকারিকরা, পুলিশ কুকুর দিয়ে তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রবিবার খেলতে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় চতুর্থ শ্রেণির দুই যমজ বোন। পরিবার সূত্রে জানা যায় দুই বোন রবিবার সকালবেলা কুমারডিহি গ্রামের উদয়ন সংঘ ফুটবল ময়দানে খেলার নামে বেরিয়ে ছিল। বেলা বাড়ার পর বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। রহস্যজনকভাবে দুই স্কুল ছাত্রীর নিখোঁজ হওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ নিখোঁজ দুই যমজ বোনের ঘটনায় তৎপরতার সঙ্গে শুরু করে তদন্ত। পাণ্ডবেশ্বর এবং আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ রবিবার সারারাত ধরে পুলিশ তদন্ত চালায়।

রাত পোহাতেই সোমবার সকালে উদয়ন সংঘ ফুটবল ময়দানের পিছনের একটা গাছের তলায় এক যুবকের মৃতদেহ লক্ষ্য করেন প্রাতভ্রমণকারীরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশকে। স্থানীয়দের অনুমানের ছাতিম গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে যুবক। তবে ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষ্য। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। তদন্তের পরই ঘটনার সত্যতা সামনে আসবে। তবে এক গ্রামবাসীদের অনুমান মৃতদেহটি এলাকার বছর ৩৫ এর উজ্জ্বল বাউড়ির। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা চলে আসেন এসিপি অন্ডাল পিন্টু সাহা। ঘটনাস্থলে এসে তিনি জানান, এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এবং নিখোঁজ দুই ছাত্রীর অনুসন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে জোর কদমে শীঘ্রই ঘটনা সত্যতা সামনে আসবে। অন্যদিকে, নিখোঁজ দুই ছাত্রীর খোঁজে তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে দুই যমজ বোনকে শেষবার যেখানে দেখা গেছে উজ্জ্বলের মৃতদেহ ঠিক সেই কুমারডিহি উদয়ন সংঘ মাঠের সীমানার পাঁচিলের বাইরে উদ্ধার হয়েছে। একই জায়গা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় ঘটনাটিতে আরও কৌতূহল তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। দুটি ঘটনায় কোথাও যোগসূত্র থাকতে পারে বলে ধারণা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এসিপি অন্ডাল পিন্টু সাহা, ডিসি ইস্ট, তদন্তে অগ্রগতি আনতে সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ ঘটনাস্থলে আনা হয় পুলিশ কুকুর। পুলিশ কুকুর দিয়ে ঘটনাস্থলে এবং আশেপাশের এলাকা পরিদর্শন করেন পুলিশ আধিকারিকরা।

মঙ্গলকোটের উনিয়া সমবায় সমিতির ৫৫টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: মঙ্গলকোটের উনিয়া সমবায় সমিতিতে মোট ৫৫টি স্পর্শকাতর আসনেই সোমবার দুপুরে মনোনয়নপত্র জমা করল তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত সদস্যরা। আর এই মনোনয়ন ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়। সমবায় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ও মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়ার শেষ দিন। অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যদি শেষমেষ মনোনয়নপত্র দাখিল না করেন, সেক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার এই ব্যাপারে স্থানীয় পালিগ্রাম অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি রহিম শেখ জানান, বিরোধীদের জন্য আমাদের দরজা খোলা আছে। ওনারা যদি নমিনেশন ফাইল করতে আসেন তাহলে অমরা ওনাদের সহযোগিতা করব। আমাদের নেত্রী যে ভাবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন তাতে বিরোধীরা বুঝে গেছেন অমরা নির্বাচনে দাঁড়ালে বিপুল ভোটে হেরে যাব। তাই ভয়ে কেউ নির্বাচনে লড়াই করার সাহস পাচ্ছেন না।

আরামবাগের তিরোলে অজানা জন্তুর ঘোরাঘুরি, আতঙ্কিত গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গ্রামে এক অজানা হিংস্র জন্তুর হানা। কয়েকদিন ধরে গ্রামের এখানে সেখ ানে, মন্দির, রাস্তায় রক্তের দাগ। জন্তুটির থাবার ছাপও দেখা মিলেছে। কিন্তু কেউই বলতে পারছেন না কি এমন জিন্তু এই গ্রামে এসে ঘোরাঘুরি করছে। রক্তের দাগ দেখে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ জন দিনের বেলা বা সন্ধ্যার পরে আর বাইরে বেরোতে পারছেন না। ভয়ে, আতঙ্কে তারা আতঙ্কিত। কিন্তু কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই চিন্তায় চিন্তিত গ্রামের মানুষ জন। এই ঘটনা আরামবাগের তিরোল গ্রামের। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার দাবি তুলেছেন গোটা গ্রামের মানুষ জন। যদিও আরামবাগ বন দপ্তরের আধিকারিক আসরাফুল ইসলাম ও অন্যান্য বন কর্মীরা এলাকায় মাইকিং এ প্রচার করেছেন। সতর্ক করেছেন। কেউ যদি কিছু দেখে থাকেন তাহলে তৎক্ষণাৎ বন দপ্তরে জানাতে। দু'দিন ধরে এলাকায় প্রচার করা হয়েছে। এমনকী অজানা এই হিংস্র জন্তুটিকে ফাঁদে ফেলতে খাঁচাও পাতা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও জন্তু ধরা পড়েনি। গ্রামের মানুষ জন জানিয়েছেন, ভয়ে কেউই কোনও কাজ করতে পারছেন না। বেশ কয়েকটি কুকুরও উধাও। বন দপ্তর থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও আতঙ্ক কাটেনি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,কয়েকদিন ধরে এক হিংস্র জন্তু এই এলাকা দিয়ে ঘোরা ফেরা করছে। বিভিন্ন এলাকায় রক্তের দাগ আছে। পায়ের ছাপও দেখা পাওয়া গেছে। সিসিটিভি ফুটেজেও দেখা গেছে। কিন্তু কেউ তার মুখোমুখি হয়নি। আরামবাগ বন দপ্তরের আধিকারিক আসরাফুল ইসলাম বলেন, আমরা মাইকিংয়ে প্রচার করেছি।

গোঘাট থানার তৎপরতায় বানচাল ডাকাতির চক, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গভীর রাতে আরামবাগ মহকুমার থানার পুলিশের তৎপরতায় বানচাল হয়ে গেল ডাকাতদের ডাকাতি করা। পুলিশ ধাওয়া করে গোঘাটের দমদমা মাঠ থেকে দু'জনকে গোঘাট থেকে গ্রেপ্তার করে। পলাতক আরোও ৪-৫ জন দুষ্কৃতী। ধাওয়া করার সময় একটি গাড়ি ফেলে পালানোর চেষ্টা করে ডাকাতদল। ছুটে পালানোর সময় পুলিশ ২ জনকে পাকড়াও করে। শীতের শুরুতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল এই দলটি। পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ২ জনের নাম জানা গিয়েছে। তার মধ্যে একজন হল নূর মহম্মদ। তার বাড়ি চকহরিতে ও অপরজন খোকন মান্না, তার বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে। উল্লেখ্য, শীতের শুরুতে গোঘাট, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সীমানাবর্তী এলাকায় কখনো সোনার দোকানে কখনো বা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চুরি ও ডাকাতি হয়। পুলিশ এবার আগেভাগেই ওত পেতে বসেছিল। তাতেই পুলিশের এই সাফল্য। গোঘাট থানার সেকেন্ড অফিসার আসরফ আলির নেতৃত্বে ও তৎপরতায় এই ডাকাত দল পাকড়াও হয়। নিত্যদিনের মতো রবিবারও গোঘাট থানার সেকেন্ড অফিসার আসরফ আলি তার সহ আধিকারিক সুজিত ঘোষ ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগেভাগে গোঘাটের শেষপ্রান্ত দমদমা এলাকায় হাজির হন। নিজেরাও এলাকায় গা ঢাকা দেন। তিনটি দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েন তারা। এরপরেই ডাকাতদের সাত-আট জনের একটি দল হানা দেয়। সেই সময়েই গোঘাট থানার পুলিশ আধিকারিকরা তাদের হাতেনাতে পাকড়াও করে।

মাঠে নেমে ব্যাট হাতে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ব্যাট হাতে মাঠে নেমে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিলেন বীরভূমের সাংসদ তথা বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী শতাব্দী রায়। পাশাপাশি পানাগড়ে একটি ক্লাবের মাঠে ৩ দিন ধরে চলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার সূচনা করেন তিনি। এদিন শতাব্দী রায় ছাড়াও খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পুরসভার ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক সহ অন্যান্যরা। এদিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার সূচনার পাশাপাশি দুই প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন শতাব্দী রায়। শনিবার পানাগড় বাজারের একটি ক্লাবের মাঠে শুরু হয় আইপিএল এর ধাঁচে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। সোমবার বিকালে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলা দেখতে ও প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে ব্যাট হাতে খেলার মাঠে নামেন শতাব্দী রায়। আসানসোলের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটকের বলে ব্যাট দিয়ে কয়েকটা শট ও মারলেন শতাব্দী রায়। শতাব্দী রায় বলেন, ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে যে আনন্দ সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। এই গোল হবে হবে করে একটা উন্মাদনা থাকে যতক্ষণ মাঠে খেলা চলে।

বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফের বড় জয় তৃণমূলের। প্রায় তিন দশকের বেশি সময় পর বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন হয় রবিবার। সকাল দশটা থেকে বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি ও ভদ্রেশ্বরে শহরের মোট ৯ স্কুলে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ব্যাংকের প্রায় ১৩ হাজার সদস্য ভোটার ছিলেন। সকাল থেকেই কড়া পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ভোট গ্রহণ পর্ব। মোট ১৮টি কেন্দ্রে ৯১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার মধ্যে ৪৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আটটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা।

এ দিন ভোট শেষ হয় তিনটের সময়। ফল বেরোতেই দেখা যায় তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা ৪২টি আসনে জয়ী হয়েছেন। দু'টি আসনে জয়ী হয় বাম কংগ্রেস জোট। এখানে রাজ্যের বিরোধীদল বিজেপি প্রার্থী দিলেও তারা দাঁত ফোটাতে পারেনি। জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মীরা।

হুগলি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুইন বলেন, 'ধন্যবাদ জানাই কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সমস্ত সদস্যদের। যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর সমস্ত আস্থা-ভরসা বিশ্বাস রেখেছে। ভোটকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল। মানুষ বুঝে গিয়েছে ৩৪ বছর যে দলটা পশ্চিমবঙ্গে ছিল সেই সরকার সেটা মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারের সরকার। আর যে সরকার কেন্দ্রে আছে সেই সরকার মানুষকে কথা দিয়ে কথা রাখে না। বাংলার মানুষের টাকা আটকে রাখে। তাই বাংলার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।'

উল্লেখ্য, ভোট গ্রহণ শুরু হতেই সিপিএম-ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেসের জোট প্রার্থীদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বিজেপিকেও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপর শেওড়াফুলি ফাঁড়ির মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বাম কং বিজেপি কর্মীরা। তাদের দাবি, তৃণমূলের লোকজন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকে ভোট লুট করেছে। সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।

ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু মালদার শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজস্থানের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল মালদার কালিয়াচকের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের অভিযোগ, তাদের ছেলেকে পিটিয়ে খুন করেছে সহকর্মীরা। রবিবার রাজস্থানের জয়পুরে মৃত্যু হয় কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তম কদমতলা গ্রামের বাসিন্দা করিম শেখের (২৯)। রাতে বিষয়টি জানার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকেরা। রবিবার রাজস্থানের জয়পুরে কাজ চলাকালীন তার সহকর্মী তাসিকুর ইসলাম নামক এক শ্রমিকের সঙ্গে টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গোলমাল বাঁধে। তারপরেই রাতে করিম শেখের মৃত্যুর খবর জানতে পারে কালিয়াচকের পরিবারের লোকেরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত করিম শেখের কয়েক বছর আগেই বিয়ে হয়েছিল। গত একমাস আগে রাজস্থানের জয়পুরে একটি নির্মীয়মাণ ভবন তৈরির কাজে গিয়েছিল করিম। মৃতের স্ত্রী নুরজাহান বিবি জানিয়েছেন, স্বামীকে মারধর করার পর তাকে ওই এলাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেই বিষয়টি রবিবার আমরা জানতে পেরেছিলাম। এরপর রাতেই মৃত্যুর কথা জানতে পারি। অসুস্থ স্বামী হাসপাতাল থেকেই ফোনে বলেছিল তার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। যদিও এখন রাজস্থান থেকে মৃতদেহ কিভাবে আসবে সে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন পরিবার।

পুলিশকে মেরে মাথা ফাটালো এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পুলিশকে মেরে মাথা ফাটালো এক যুবক। যুবকের নাম ভূদেব মণ্ডল। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার স্বরূপনগর বাংলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোকরা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুর বারোটা পর থেকে ভূদেব মণ্ডল প্রথমে তার মাকে পরে বাবাকে তারপর নিজের বউদি ও ভাইপোকে বেধড়ক মারধর করে। প্রতিবাদ করতে আসলে এক প্রতিবেশী যুবককেও মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এই খবর জানা জানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্বরূপনগর থানার পুলিশ। পুলিশ গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে সে নিজের বাড়ির ছাদের উপরে উঠে যায়। পুলিশ তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেখান থেকে একটি বাঁশের মোটা লাঠি দিয়ে পুলিশের মাথায় আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে সে ছাদের উপর থেকে পড়ে যায় তার মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। তাকে শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। এই খবর শোনামাত্র বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, সেখানে পুলিশের সঙ্গে ওই বাঁশ নিয়ে বেধড়ক মারামারি শুরু করে ওই যুবক। অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় স্বরূপনগর থানায়।

জাল নোট-সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জাল নোট পাচার করতে গিয়ে মালদা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল দিল্লির বাসিন্দা। কালিয়াচকে ২ লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার করল এসটিএফ। ঘটনায় এসটিএফ-এর জালে ধরা পড়ল এক জালনোট পাচারকারী। উদ্ধার জালনোট সহ ধৃত পাচারকারীকে তুলে দিল কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম আকাশ কুমার। তার বাড়ি উত্তর দিল্লির নারেলা এলাকায়। রবিবার রাতে কালিয়াচকের বালিয়াডাঙা চাতরা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। ওই সময় এসটিএফ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চাতরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করে। তল্লাশিতে ধৃতের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় দুই লক্ষ টাকার জালনোট। ধৃত যুবক কোথা থেকে বিপুল অঙ্কের জালনোট পেল এবং সেটি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সে ব্যাপারেও খোঁজখবর দেওয়া শুরু করেছে পুলিশ। এই চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি ট্যাবলো বের করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ট্যাবলোটি আগামী কয়েকদিন ধরে জেলাজুড়ে প্রচার চালাবে। এইচআইভি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করবে বলেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস, ডিএমসিএইচও ওমকারনাথ মণ্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, ট্যাবলোর পাশাপাশি এদিন একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। র‍্যালিটি গোটা শহর পরিক্রমা করে। এবিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'এই ট্যাবলোটি মাইকে সচেতনতামূলক প্রচার চালাবে।'

নদিয়ায় ৬ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পৃথক দুটি থানা এলাকা থেকে এক নাবালক সহ ৬ বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করল রানাঘাট জেলা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে ধানতলা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় বহিরগাছি এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছে ৩ বাংলাদেশী নাগরিক আত্মগোপন করে আছে। আর এরপরই ধানতলা পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক নাবালক ও দুই ব্যক্তি সহ ৩ বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে রবিবার রাতে নাইট পেট্রোলিং চালানোর সময় হাঁসখালি পুলিশ বড় চুপরিয়া এলাকা থেকে ৩ বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা রবিবার রাতেই বর্ডার পেরিয়ে এদেশে এসেছিল। সোমবার ধৃত ৬ জনকে আদালতে পাঠিয়েছে ধানতলা ও হাঁসখালি থানার পুলিশ।

চুরির তদন্ত করতে গিয়ে প্রকাশ্যে আরও অপরাধের ঘটনা, গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার কাটোয়া থানার রেল কলোনির এক বাসিন্দা কাটোয়া থানায় চুরির একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, গত নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখে তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন না, সেই সময় তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আলমারির লক ভেঙে সোনার গয়না ও বেশ কিছু বাসনপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই কাটোয়া থানার পুলিশ অতি তৎপরতার সঙ্গে তদন্তে নামে এবং বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সূত্র কাজে লাগিয়ে দ্রুততার সঙ্গে মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে এবং কাটোয়া থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া থেকে খোয়া যাওয়া বাসনপত্র সহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন অভিযুক্তরা এই অপরাধ ছাড়াও কাটোয়া থানার অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া আরো বেশ কয়েকটি অপরাধের কথা স্বীকার করে। তাদের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কাটোয়া থানার অন্তর্গত দাঁইহাট কাঁসারীপাড়া ও চরপাতাইহাট থেকে আরো তিনজন অভিযুক্তকে অন্যান্য অপরাধের ঘটনায় খোয়া যাওয়া কম্পিউটারের সিপিইউ, মনিটর, প্রিন্টার ও কাঁসা পিতলের বাসনপত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে নেমে কাটোয়া থানা এখনো পর্যন্ত তিনজন মূল অপরাধী এবং চুরির মাল রাখার অপরাধে আরও তিনজন অপরাধী অর্থাৎ মোট ৬ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার অভিযুক্তদের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের দায়িত্ব নির্মলা ও রূপাণীকে

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর: মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের জন্য দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল বিজেপি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণীকে ওই দায়িত্ব দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার মুম্বইয়ে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিষদীয় নেতা নির্বাচন করা হবে।

২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। ২৮৮টি আসনের মধ্যে ২৩০টি আসনে জয়ী হয়েছে মহাজুটি। বিজেপি একাই পেয়েছে ১৩২টি আসন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, এখনও পর্যন্ত তা ঘোষণা করেনি মহাজুটি। এই আবহে বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের পরে সাতারায় চলে গিয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা (শিন্ডে) প্রধান একনাথ শিন্ডে। তার পরেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে যে, মহাজুটির অন্দরে ভাঙন ধরেছে। যদিও রবিবার সে জল্পনায় জল ঢেলে শিন্ডে বলেন, 'এই সরকার মানুষের সরকার। আমি নিজের ভূমিকা স্পষ্ট করেছি। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওঁরা (বিজেপি বিধায়কেরা) সোমবার বৈঠকে বসছেন। তার পরে সিদ্ধান্ত হবে। চিন্তা করবেন না।'

এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফডনবিশই আবার মুম্বইয়ের কুর্সি ফিরে পেতে চলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে জল্পনায় রয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়নকুলে এবং প্রাক্তন দুই প্রভাবশালী মন্ত্রী রবীন্দ্র চৌহান ও মুরলীধর মোহলের নামও। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের পুত্র শ্রীকান্তকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে বলে জল্পনা থাকলেও সোমবার তিনি বলেন, 'আমি কোনও পদের দৌড়ে নেই। ' অন্য দিকে, এনসিপি (অজিত)- এর প্রধান অজিত পাওয়ার সোমবার দিল্লি যাওয়ায় নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে, দপ্তর নিয়ে দর কষাকষি করতেই তাঁর এই দিল্লিযাত্রা।

৬৭টি গ্রাম নিয়ে নয়া জেলা 'মহাকুম্ভ মেলা'র ঘোষণা যোগীর

প্রয়াগরাজ, ২ ডিসেম্বর: ক্ষমতায় আসার পর এলাহাবাদের নাম বদলে প্রয়াগরাজ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এবার প্রয়াগরাজ ভেঙে নয়া জেলা গঠন করল যোগী সরকার। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে শুরু হবে মহাকুম্ভ মেলা। তার আগেই এই জেলা ভেঙে আরও একটি জেলা গঠন করল যোগী সরকার। চারটি ব্লক ও ৬৭টি গ্রাম নিয়ে গঠিত নয়া এই জেলার নাম 'মহাকুম্ভ মেলা'।

উল্লেখ্য, আগামী বছরের ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। উত্তরপ্রদেশ প্রয়াগরাজ মেলা পর্ষদ আইন অনুযায়ী, মেলা পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের একজন শীর্ষ আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয়। প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তিনিই সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন। মেলার নিরাপত্তা মাথায় রেখে এবারও জোরকদমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেলার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জানা যাচ্ছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এই মেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতেই অস্থায়ীভাবে এই জেলা গঠন করা হয়েছে। যদিও এই জেলা স্থায়ী জেলা নাকি কুম্ভ মেলা আয়োজনের জন্য সাময়িক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তা স্পষ্ট নয়। একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে এটি মেলা উপলক্ষে অস্থায়ী জেলা। যদিও সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। নির্দেশিকায় জানা গিয়েছে, নয়া এই জেলায় নিযুক্ত হবেন নতুন জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং নির্বাহী আধিকারিক বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

এতদিন পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে জেলার সংখ্যা ছিল ৭৫টি। নতুন জেলা নির্মাণের ফলে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭৬টি। রবিবার প্রয়াগরাজের জেলাশাসক রবীন্দ্রকুমার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন, সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রয়াগরাজের চারটি মহকুমা ও ৬৭টি গ্রাম মিলে এই জেলা গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, সদর মহকুমার ২৫টি গ্রাম, সোরাঁও মহকুমার তিনটি গ্রাম, ফুলপুর মহকুমার ২০টি গ্রাম এবং করছনা মহকুমার ১৯টি গ্রাম।

ছত্তিশগড়ে উদ্ধার শক্তিশালী এইচই বোমা

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর: এ বার মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে নয়া বোমার সন্ধান পেল নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। রবিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুরের জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে এই বোমার খোঁজ মিলেছে। নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, কমপক্ষে ২৫ মিটার ব্যাসার্ধের এলাকা জুড়ে মারণযজ্ঞ চালাতে পারে এই নয়া বোমা।

রবিবার বিজাপুরের গোর্না, মানকেলি এবং ইশুলনার জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালায় ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) এবং ছত্তিশগড় পুলিশের বম্ব ডিটেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল স্কোয়াড (বিডিডিএস)-এর যৌথ দল। অভিযান চালিয়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখা পাঁচ কেজি ওজনের তিনটি আইইডি বিস্ফোরক খুঁজে পাওয়া যায়। এর অনতিদূরেই উদ্ধার হয় ১০ কেজি ওজনের একটি বোমা, যা অন্যগুলির চেয়ে আকারে বড়। একেই 'হাইলি এক্সপ্লোসিভ' বা এইচই বোমা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন নিরাপত্তাকর্মীরা।

বিজাপুর পুলিশের ডিএসপি (নকশাল বিরোধী অভিযান) সুদীপ সরকার সোমবার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলে এই প্রথম এত শক্তিশালী বোমার সন্ধান পাওয়া গেল। নিরাপত্তাবাহিনীর তরফেও জানানো হয়েছে, ৫১ মিলিমিটার মর্টারের সাহায্যে এই বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এর সাহায্যে আশপাশের প্রায় ২৫ মিটার ব্যাসার্ধের এলাকার মধ্যে থাকা যে কোনও প্রাণীকে মেরে ফেলা যায়। এমনকি, ৮০ মিটার দূরের এলাকা পর্যন্তও এর প্রভাব পড়তে পারে।

যদিও আধিকারিকেরা মনে করছেন, মাওবাদীদের পক্ষে এত শক্তিশালী অস্ত্র বানানো সম্ভব নয়। সম্ভবত, এর আগের কোনও অভিযানের সময় নিরাপত্তাবাহিনীর থেকেই লুট করা হয়েছে ওই বোমাগুলি। উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত বিজাপুরের জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় পুঁতে রাখা মোট ২০৬টি বিস্ফোরক খুঁজে পেয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০০ সালে ছত্তিশগড় রাজ্যের সূচনাপর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত ৩,৫৫০টিরও বেশি বোমা বাজেয়াপ্ত করে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। অন্য দিকে, এই ২৪ বছরে বিস্ফোরণ হয়েছে ১,১৭০টিরও বেশি বোমা, যার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন বহু নিরাপত্তাকর্মী। চলতি বছরেও সেখানে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে আট জন পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

কেন্দ্রকে সময় বেঁধে দিয়ে

নয়ডা-দিল্লি সীমানা থেকে অবস্থান তুললেন কৃষকেরা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: নয়ডা-গ্রেটার নয়ডা এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চলাচল শুরু হল। ব্যারিকেড সরাল পুলিশ। সোমবার সকাল থেকে কৃষকদের 'দিল্লি চলো' অভিযানকে কেন্দ্র করে অবরুদ্ধ ছিল রাস্তা। কৃষকেরা বিক্ষোভস্থল ছাড়তেই পুলিশ যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করে।

নয়ডা-দিল্লি সীমানায় বসানো হয় ব্যারিকেড। কৃষকদের মিছিল আটকে যায় পুলিশি ব্যারিকেডের সামনে।

মিছিল আটকাতেই রাস্তার উপর বসে পড়েছিলেন কৃষকেরা। চলে পুলিশের সঙ্গে বচসা। বেশ কয়েক জন ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের

পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল ভারতীয় কিষাণ পরিষদ (বিকেপি)। লক্ষ্য ছিল, নতুন তিন কৃষি আইনের আওতায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণ এবং সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবিদাওয়াকে তুলে ধরা। দুপুর ১২টায় নয়ডার মহামায়া উড়ালপুল থেকে মিছিল শুরুর কথা ছিল। হেঁটে এবং ট্রাক্টরে চেপে আন্দোলনকারী কৃষকেরা এগিয়ে যাবেন দিল্লির সংসদ ভবনের উদ্দেশে। তবে কৃষকদের মিছিল ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সকাল থেকে তৎপর ছিল পুলিশ প্রশাসন। আটকে দেয়। কৃষকদের 'দিল্লি চলো' ঘিরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নয়ডা-দিল্লি সীমানায়। সূত্রের খবর, নয়ডা প্রশাসনের সঙ্গে বিকেপি নেতা সুখ বীর খলিফার বৈঠকের পরই কৃষকেরা অবস্থান তোলে। আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদি তাঁদের দাবিদাওয়া না মেটে, তবে আবার পথে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন তাঁরা। নয়ডা-দিল্লি সীমানা থেকে আপাতত কৃষকেরা তাঁদের অবস্থান তুলে নিলেও আম্বেদকর পার্কে বসে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রতিরক্ষা খাতে ১২৬ বিলিয়ান ডলার বরাদ্দ করে রেকর্ড বাজেট রাশিয়ার

মস্কো, ২ ডিসেম্বর: শান্তির খোঁজ নেই। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ অব্যাহত। এর মধ্যেই প্রতিরক্ষা খাতে রেকর্ড বাজেট ঘোষণা করল পুতিন সরকার। রবিবারই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণা করে মস্কো। যার মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ১২৬ বিলিয়ান ডলার বরাদ্দ (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা) করা হয়েছে। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, যুদ্ধের জন্য মোট বাজেটের ৩২.৫ শতাংশই প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাশিয়ার পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সাংসদরা প্রতিরক্ষা খাতে আকাশ ছোঁয়া বাজেট অনুমোদন করেছেন। গত বারের তুলনায় ২৮ বিলিয়ান ডলার বাজেট বাড়ানো হয়েছে এবার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়া সব থেকে বড় সংঘাতের মুখোমুখি ইউক্রেন যুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরা চলা এই যুদ্ধে দুপক্ষের গোলাগুলি, ক্ষেপণাস্ত্র, বিভিন্ন ধরনের বোমা, ট্যাঙ্কের মতো যুদ্ধাস্ত্র ব্যয় হচ্ছে। পাশাপাশি সেনার খাবার, ওষুধ, পোশাকের জন্য বিপুল খরচ রয়েছে। আধুনিক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযুক্তি খাতে ব্যয়ও নেহাত কম নয়।

বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ব্যয় সাপেক্ষ লম্বা যুদ্ধের কথা মাথায় রেখেই প্রতিরক্ষা খাতের বাজেট বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে পুতিন সরকার। এমনিতে ধারে ও ভারে যুদ্ধের ময়দানে ইউক্রেনের তুলনায় অনেকটাই বেশি শক্তিশালী রাশিয়া। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং সেনার সংখ্যাতেও তারা এগিয়ে। তথাপি দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধের চাপ পড়ছে রাশিয়ার অর্থনীতি এবং জনসংখ্যার উপর। এর মধ্যেই রেকর্ড বাজেট ঘোষণায় নিজেদের অবস্থান বুঝিয়ে দিল মস্কো। পুতিনের স্পষ্ট বার্তা, যে কোনও শর্তে ইউক্রেনকে শায়েস্তা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারা।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-28/24-25

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_777098_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_777107_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_777115_1. **(4)** Tender ID No. 2024_ADDA_777126_1. **(5)** Tender ID No. 2024_ADDA_777131_1. **(6)** Tender ID No. 2024_ADDA_777143_1. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

NIT NO-21/SB/EN/2024-2025 Memo No-2631/1(55)/ EN/ SB, Date - 27/11/2024.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **28/11/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: **From- 28/11/2024 18:00 hours To -05/11/2024 14:00 hours**
Period and time of submission Bids: **From- 28/11/2024 18:00 hours To -05/11/2024 14:00 hours**
Date for opening Technical Bid/Bids: **07/12/2024**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

ফুটবল ম্যাচে অশান্তি, প্রাণ হারালেন অন্তত ১০০ জন

কোনাকরি, ২ ডিসেম্বর: ফুটবল ম্যাচ ঘিরে রক্তাক্ত হল স্টেডিয়াম। পশ্চিম আফ্রিকার গিনিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ১০০ জন দর্শক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই সূত্রের খবর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে অশান্তি শুরু হয় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে। সেই অশান্তি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। দুপক্ষের সংঘাতে অন্তত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গিনির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর নজেরেকরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গিনির সামরিক নেতা তথা প্রেসিডেন্ট মামাদি দোম্বুয়ার উদ্দেশ্যে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার সেই টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচ দেখতেই স্টেডিয়ামে ভিড় জমান ফুটবলপ্রেমীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ম্যাচ চলাকালীন একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেন রেফারি। সেখান থেকে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের সমর্থকরা। খেলা চলাকালীনই মাঠে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। সেখান থেকেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের সদস্যরা। ভয়াবহ সংঘাতের বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রচুর দেহ এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করছেন অনেকেই। জানা গিয়েছে, মাঠে তুমুল অশান্তির পরে স্থানীয় থানায় গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। তার পর থেকেই একের পর এক দেহ উদ্ধার করা হয়েছে স্টেডিয়াম চত্বর থেকে।

মেয়াদ শেষের আগে ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করলেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২ ডিসেম্বর: নজিরবিহীনভাবে আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেয়াদ ফুরানোর আগে ছেলেকে ক্ষমা করে দিলেন ডেমোক্র্যাট নেতা। সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, প্রেসিডেন্টের ছেলে বলেই হান্টারের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার হোয়াইট হাউসের তরফে বলা হয়েছিল হান্টারের শাস্তি প্রসঙ্গে জো বাইডেন কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ৫৪ বছরের হান্টার ২০১৮ সালে পয়েন্ট ৩৮ রিভলবার কেনার সময় তাঁর মাদক ব্যবহারের বিষয়ে মিথ্যে তথ্য দিয়েছেন, অভিযোগ ছিল এমনই। দেখা গিয়েছিল, হান্টার দাবি করেছিলেন তিনি কখনও বেআইনি ভাবে মাদক ব্যবহার করেননি। যদিও তা সত্যি ছিল না। কিন্তু বাইডেনের ছেলের দাবি ছিল, তিনি যেহেতু সেই সময় মাদকাসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় ছিলেন তাই ওই বন্দুক কেনার সময় আবেদনপত্রে তিনি এমনটা বলেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় চলতি বছরেই বাইডেনপুত্রকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। যে সব অপরাধে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন তাতে সর্বোচ্চ সাজা দাঁড়ায় ২৫ বছর। তবে হান্টারকে দোষী সাব্যস্ত করলেও বিচারকরা কোনও সাজা ঘোষণা করেননি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, খুব বেশি হলে হয়তো একবছরের জেল হতে পারে হান্টারের। কিন্তু সাজা ঘোষণার আগেই হান্টারকে ক্ষমা করে দিলেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে বললেন, মার্কিন নাগরিকরা নিশ্চয়ই বুঝবেন কেন একজন বাবা এবং একজন প্রেসিডেন্ট এমন সিদ্ধান্ত নিলেন। উল্লেখ্য, কর ফাঁকি মামলায় নিজের দোষ স্বীকার করেছিলেন বাইডেন পুত্র। সেখানেও সাজা ঘোষণার আগেই হান্টারকে ক্ষমা করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউসের জারি করা বাইডেনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হান্টারকে ক্ষমা করে আজ আমি নথিপত্রে সই করলাম। যদিও প্রেসিডেন্ট পদে বসার পরেই জানিয়েছিলাম যে বিচার বিভাগের কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করব না। চোখের সামনে দেখেছি, আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। তাও নিজের অবস্থান থেকে সরে আসিনি। শুধু আমার ছেলে বলেই হান্টারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। বাইডেনের মতে, ছেলের উপরে এমন আঘাত হেনে আসলে তাঁকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই প্রেসিডেন্ট হিসাবে শেষবেলায় এসে নিজের অবস্থান পালটে হান্টারকে ক্ষমা করে দিলেন বাইডেন।

CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **Chak/334/SBM-G/24, Date :- 28/11/2024** At different place within at Chakmanik Gram Panchayat. Last date of online submission is **06/12/2024.** Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Chakmanik Gram Panchayat
B/Budge ll, South 24 Parganas

e-Tender Notice
E-tender invited vide NIT **No. 08/SGP/SFC/2024-25** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **07/12/2024 up to 17:00 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 84/2024-25 & Memo No.: 2150, Date: 02.12.2024,** for **18 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **17.12.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The BDO Kh-II, **NIeT No.- 51/ BDO Kh-II/2024-25, Date: 02.12.2024 (3rd Call). Tender ID: 2024_ZPHD_777103_1 to 2** for Smart Class Room. Last date of bids ends on **10.12.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. ইএলিজি-জিএসইউ-ওটি-১৫-২০২৪-২৫ এবং ইএলিজি-জিএসইউ-ওটি-১৬-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৮.১১.২০২৪। নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/(জিএসইউ)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্রম নং. ১; টেন্ডার নং. ইএলিজি-জিএসইউ-ওটি-১৫-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে মধ্যমগ্রাম স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১,০৮,৫৫,৩৮২.৮৯; বায়না অর্থ ঃ ₹ ২,০৪,৩০০.০০; ক্রম নং. ২; টেন্ডার নং. ইএলিজি- জিএসইউ-ওটি-১৬-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে বারাসাত স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১,৩৮,৪১,২০৯.০০; বায়না অর্থ ঃ ₹ ২,১৯,২০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০; ক্রম নং. ১ এবং ২ প্রতিটির জন্য। সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ১২ মাস ক্রম নং. ১ এবং ২ প্রতিটির জন্য। টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ ২৮.১১.২০২৪। টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ ও সময় ঃ ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টায়। টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টার পরে। টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ ০৯.১২.২০২৪। সময়ে সময়ে জারি করা টেন্ডার নোটিশ এবং সংশোধনী সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in**
SDAH-257/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.myhmc.in
এনআইটি নং 09-TN/EE/B-VII/24-25 তারিখ : ০২.১২.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি বোরো VII এলাকায় ২টি আলাদা সড়ক উন্নয়নের জন্য সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা কাজের জন্য, প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং ই-টেন্ডার নোটিশ পাওয়া যাবে বোরো VII অফিস/ https://wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ২১.১২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি 2024_MAD_777400. এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার রাখে।
১০৮(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
০২.১২.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-182 & 190/2024-2025 Dated- 02-12-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at North 24 PGS Burdwan, Malda & Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **03-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **17-12-2024 upto 3.00 pm**
Date: 02.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Office of the Principal
DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA
(Government Aided, Autonomous NAAC Accredited "A" Grade College, affiliated to Vidyasagar University)
P.O- Chakshyampur, Dist- Paschim Medinipur. PIN- 721124 W.B. INDIA
NOTICE INVITING TENDER
Tender Reference No. dtsksm/NIT64/24 dated: 02/12/2024
Tenders are invited from eligible printers/ agencies having successfully completed similar nature of works with adequate working experience and financial capabilities. Intending bidders visit college website **www.debracollege.ac.in** for details. Tenders to be deposited in the tender box kept in the Principal's chamber in official letterhead with all relevant documents
Information about the work:

Name of the work	Printing of Answer Scripts and allied items. (for sample visit college office) Supply of Photocopy machine Canon/Richo (Detailed specification given in website)
Bid Submission Start Date	**02/12/2024**
Bid Submission End Date	**10/12/2024** till midnight
Date and time of opening of tender	**11/12/2024** at 3.30 pm (Interested bidders may remain present)

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

ময়দান

EKDIN, VOL 18, ISSUE 172, KOLKATA, TUESDAY, 3 DECEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ২০২৪

বুমরা হবেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার, হেডের সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: যশপ্রীত বুমরাকে নিয়ে দুজনের কথাই ইতিবাচক। তবে প্রকাশটা ভিন্ন। ইংল্যান্ডের সাবেক পেসার স্টিভেন ফিন যেমন বুমরাকে বিশেষায়িত করেছেন একটু অন্যভাবে; 'সে অদ্ভুত।' কিন্তু ট্রাভিস হেড আবার সেভাবে নয়। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান তাঁর মনের কথাটা একদম সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, বুমরা হবেন এই খেলার সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার।

ভারত ক্রিকেট দল এখন অস্ট্রেলিয়া সফর করছে। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজে পার্থে প্রথম ম্যাচ ২৯৫ রানে জিতেছে ভারত। অ্যাডিলেডে শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় শুরু হবে দিবারাত্রির দ্বিতীয় টেস্ট। এই ম্যাচ সামনে রেখে আজ সংবাদকর্মীদের হেড বলেছেন, 'যশপ্রীত সম্ভবত সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার হবে। সে কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তা আমরা এ মুহূর্তে টের পাচ্ছি। এমন চ্যালেঞ্জ নিয়ে খেলা ভালোই।'

কেন ভালো;সে ব্যাখ্যাও বেশ মজা করে দিয়েছেন হেড, 'ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের দিকে তাকিয়ে নাতি, পুতিদের বলতে পারব, আমি তার মুখোমুখি হয়েছি। তাই সিরিজটা

একদম খারাপ না, তার সঙ্গে খেলতে পারছি। তবে আশার কথা হলো, আর কয়েকবার আমাকে তার মুখে মুখি হতে হবে। সেটা চ্যালেঞ্জিং।'

রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে পার্থে ভারতের অধিনায়কত্ব করেন বুমরা। ৮ উইকেট নিয়ে হন ম্যাচসেরাও। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের দলে রোহিত ফেরায় তাঁর ওপর অধিনায়কের ভার ন্যস্ত করে আরও হালকা হতে পারবেন বুমরা। কাঁধ থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেমে যাওয়ায় গোলাপি বলে বুমরা হয়ে উঠতে পারেন আরও ভয়ংকর।

ফিন বুমরার ভেতরকার এই ভয়ংকর ব্যাপারটাই বলেছেন অন্যভাবে। পার্থে ভারতের দাপট ছড়ানো নিয়ে ইংল্যান্ডের সাবেক ওপেনার অ্যালিস্টার কুককে নিয়ে টিএনটি স্পোর্টসে আলোচনা করেন সাবেক এই পেসার। বুমরাকে নিয়ে সেখানে ফিন বলেছেন, 'জয়সোয়ালের ১৬১ দারুণ। যে খেলোয়াড়টিকে আমি দেখতে ভালোবাসি এবং আমি সত্যিই মনে করি সে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা, সে যশপ্রীত বুমরা। সে স্রেফ;সে অদ্ভুত, সত্যি বলতে। তার বোলিং দেখে নিজেকে প্যাড পরতে হচ্ছে না ভেবে খুশি লাগবে।'

ভারতের হয়ে ৪১ টেস্টে ৭৯ ইনিংসে ২০.৬ ও ৪৩.৬ স্ট্রাইকরেটে ১৮১ উইকেট নেওয়া বুমরা এই মুহূর্তে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ বোলার। পার্থে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেন বুমরা। 'সেনা' (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশগুলোতে সপ্তমবারের মতো ৫ উইকেট নিয়েছেন এই ফাস্ট বোলার।

এই চারটি দেশে ভারতের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে কপিল দেবের সঙ্গে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশিবার ৫ উইকেট নেওয়া বোলার বুমরা। এই দেশগুলোতে ২৭ টেস্টে বুমরার উইকেটসংখ্যা ১২১। গড় ২২.৩৩। উপমহাদেশের পেসারদের মধ্যে (অন্তত ৫০ উইকেট নিয়েছেন) 'সেনা' দেশগুলোয় তাঁর বোলিং গড়ই সেরা। ওয়াসিম আকরাম (২৪.১১), মোহাম্মদ আসিফ (২৫.০২) ও ইমরান খানের (২৬.৫৫) মতো কিংবদন্তিরা এ তালিকায় বুমরার পেছনে।

জাপানকে ২১১ রানে হারিয়ে ছোটদের এশিয়া কাপের সেমির দৌড়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যাশা মতোই ছোটদের এশিয়া কাপে জাপানের বিরুদ্ধে জয় পেল ভারত। প্রথম ব্যাট করে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল করে ৬ উইকেটে ৩৩৯। জবাবে জাপানের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ইনিংস শেষ হল ৮ উইকেটে ১২৮ রানে। ২১১ রানে জিতল ভারতীয় দল। জাপানকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার শেষ চারে যাওয়ার আশা টিকিয়ে রাখল ভারত।

জাপানকে অলআউট করতে পারল না ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল। অথচ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বিরুদ্ধে ২৪.১ ওভারে ৫২ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল জাপানের ইনিংস। পাকিস্তানের পর জাপানের ক্রিকেটারেরাও দেখিয়ে দিলেন ভারতের ছোটদের দলের বোলিং দুর্বলতা।

বোলারদের ব্যর্থতার পরও প্রতিযোগিতায় প্রথম জয় পেতে সমস্যা হল না ভারতের। ব্যাটারদের দাপটে জয় এল শারজার ২২ গজে। যদিও জাপানের বিরুদ্ধে বড় রান পেল না ১৩ বছরের ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী। আইপিএল নিলামে ১ কোটি ১০ টাকা দিয়ে রাজস্থান রয়্যালস তাকে কিনলেও ছোটদের এশিয়া কাপে নিজের প্রতি সুবিচার করতে পারছে না সে। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেছিল ১ রান। জাপানের বিরুদ্ধে ইনিংস শুরু করে তার অবদান ২৩ বলে ২৩ রান। বৈভবের ব্যাট থেকে এল ৩টি চার

এবং ১টি ছয়।

ভারতীয় দলকে এ দিন ভাল জায়গায় পৌঁছে দেন অধিনায়ক মোহামেদ আমন। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১১৮ বলে ১২২ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। সাতটি চার মারেন আমন। এ ছাড়া ভাল রান করেছেন ওপেনার আয়ুষ মাথরে (২৯ বলে ৫৪), কেপি কার্তিকেয় (৪৯ বলে ৫৭)। শেষে ১২ বলে ২৫ রান করে আমনের সঙ্গে অপরাজিত থাকেন হার্দিক রাজ। মূলত আমনের দাপটেই ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান তোলে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা খারাপ করেননি জাপানের দুই ওপেনার হুগো কেলি এবং নিহার পারমার। প্রথম উইকেটের জুটিতে তাঁরা তোলেন ৫০ রান। ওপেনিং জুটি ভাঙার পর অবশ্য ধারাবাহিক ব্যবধানে উইকেট হারিয়েছে জাপান। তাদের পক্ষে সর্বোচ্চ রান কেলির ১১১ বলে ৫০। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামা চার্লস হিনজরে ৬৮ বলে অপরাজিত ৩৫। এ ছাড়া পারমার করেন ১৪ রান। জাপানের আর কোনও ব্যাটার দু'অঙ্কের রান করতে পারেননি। ভারতের সফলতম বোলার হার্দিক ৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

আগামী বুধবার ভারতের পরবর্তী প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ৪৩ রানে হেরে গিয়েছে ভারত। সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করতে হলে আমিরশআহির বিরুদ্ধে জিততেই হবে আমনদের।

মাঠেই লুটিয়ে পড়ার পর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতালিয়ান সিরি 'আ'তে গতকাল রাতে ফিওরেন্তিনা ও ইন্টার মিলান ম্যাচে দেখা গেছে হৃদয়বিদারক এক ঘটনা। ম্যাচের ১৬ মিনিটে হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়েন ফিওরেন্তিনার তরুণ মিডফিল্ডার এদোয়ার্দো বোভ। ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার মাঠে লুটিয়ে পড়ার পরপরই বন্ধ হয়ে যায় খেলা এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্লোরেন্সের কারেজ্জি হাসপাতালে। বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে নিবিড় পরিচর্যায় (আইসিইউ) আছেন বোভ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, খেলার মাঝেই মাঠে এক হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বোভ। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেন হেঁটে সামনে যাওয়ার।

কিন্তু কয়েক কদম যাওয়ার পর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান মাঠেই। বোভকে এভাবে পড়ে যেতে দেখে কাছে থাকা ইন্টার ও ফিওরেন্তিনার খেলোয়াড়রাই তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসক দলকে মাঠে আসার জন্য ডাক দেন। পরে ম্যাচটি সাসপেন্ড করা হয়।

চিকিৎসকেরা মাঠে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন বোভকে। এ সময় তাঁকে বৃত্তাকারে ঘিরে ছিলেন দুই দলের খেলোয়াড় ও স্টাফরা।

পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ইতালিয়ান এই ফুটবলারকে।

পরবর্তী সময় বোভের শারীরিক অবস্থার খবর জানিয়ে বিবৃতিতে দিয়েছে ফিওরেন্তিনা। তারা জানিয়েছে, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বোভ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে আছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার বোভের শারীরিক অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা হবে বলেও জানিয়েছে ক্লাবটি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বোভকে স্থিতিশীল হেমোডাইনামিক (রক্ত প্রবাহের গতি) অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর শরীরে প্রথমে যে কার্ডিওলজিক্যাল ও নিওরোলজিক্যাল পরীক্ষাগুলো করা হয়েছে, তাতে স্নায়ুতন্ত্র ও কার্ডিও-শ্বসনতন্ত্রের মারাত্মক কোনো ক্ষতি লক্ষ করা যায়নি। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার অগ্রগতি জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত তাঁকে ফার্মালজিক্যাল সিডেশনে (ওষুধের মাধ্যমে অচেতন করে রাখা) রাখা হয়েছে।

গত আগস্টে এক মৌসুমের জন্য ধারে এএস রোমা থেকে ফিওরেন্তিনায় যোগ দেন বোভ। এরপর অক্টোবরে সেই রোমার বিপক্ষেই ফিওরেন্তিনার হয়ে পান নিজের প্রথম গোল। পাশাপাশি ইতালি অনূর্ধ্ব ২১ দলের হয়েও খেলছেন বোভ। অপেক্ষায় আছেন জাতীয় দলে অভিষেকের। কিন্তু এর মধ্যে গতকাল রাতে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে হলো হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে।

বোভের সুস্থতা কামনা করে ফিওরেন্তিনা প্রেসিডেন্ট রোকো কোমিসো বলেছেন, 'এদোয়ার্দো আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তুমি দারুণ একজন ছেলে।' এ পরিস্থিতিতে ক্লাবের সবাই বোভের পরিবারের সঙ্গে আছেন বলেও জানান রোকো।

এদিকে বোভের সতীর্থ ও স্প্যানিশ গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে, 'সৃষ্টিকর্তা সহায় হোন।' তাঁকে নিয়ে পোস্ট করেছে রোমাও, 'আমাদেরই একজন তুমি, তোমার সঙ্গে আছি।'

একটি টুপির দাম ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবুজ রঙের একটি টুপি। সামনে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার লোগো। ভারত সিরিজনে সেই টুপি পরেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের সেই টুপির দাম নিলামে উঠতে পারে দু'কোটি টাকারও বেশি। মঙ্গলবার সিডনিতে হবে নিলাম। ভারত ১৯৪৭-৪৮ সফরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। সেই সফরে ব্র্যাডম্যান পরেছিলেন উলের টুপিটি। স্বাধীন হওয়ার পর সেটিই ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম বিদেশ সফর। ব্র্যাডম্যানের সেই টুপিটি নিলামে চড়াচ্ছে 'বোনহ্যামস' সংস্থা। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের টুপিকে 'ব্যাগি গ্রিন' বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের ক্রিকেটাদরে সেই টুপি দেওয়া হয়, যা অত্যন্ত সম্মানের বলে ক্রিকেটবিশ্বে খ্যাত।

সেই সিরিজবে ব্র্যাডম্যান ৭১৫ রান করেছিলেন ছ'টি ইনিংসে। গড় ছিল ১৭৮.৭৫। তিনটি শতরান এবং একটি দ্বিশতরান করেছিলেন তিনি। ব্র্যাডম্যান পরিহিত টুপিটির রং ফিকে হয়েছে। ছিঁড়েও গিয়েছে। তবু পুরনো জিনিস যাঁরা জমান তাঁদের কাছে এর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। তবে 'ব্যাগি গ্রিন'-এর মূল্যের দিক থেকে শেন ওয়ার্ন সবার আগে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ২০২০ সালের শুরুর দিকে তাঁর টুপি নিলামে উঠেছিল। বিক্রি হয়েছিল ৫৫ কোটি টাকায়।

খোদ ব্র্যাডম্যানের টুপিও বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। ১৯২৮ সালে যে টুপি পরে ব্র্যাডম্যানের অভিষেক হয়েছিল, সেটি ২০২০ সালে বিক্রি হয়েছিল প্রায় ২৫ কোটি টাকায়।

'মেসি' লেখা বুট পরে কেন খেলতে নামছেন ইয়ামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্সেলোনা ও লাস পালমাসের মধ্যকার ম্যাচ চলাকালেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল একটি ছবি। চোট কাটিয়ে ফেরা লামিনে ইয়ামাল তখন বসে আছেন বেঞ্চে এবং তাঁর দুই পা সামনের বেঞ্চে তুলে রাখা। ছবিটিতে ইয়ামালের বুটের একটি জায়গা চিহ্নিত করে দেখানো হয় সেখানে 'মেসি' লেখা।

এরপর দ্রুতই ছবিটি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। 'মেসি' নামাঙ্কিত এই বুট অবশ্য শুধুই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির প্রতি ইয়ামালের ভালোবাসার প্রকাশই নয়। এর পেছনে আছে অন্য কারণও। জানা গেছে, মেসি লেখা এই বুট শুধু ইয়ামাল একাই পরবেন না। এই বুট পরবেন আরও ৯ ফুটবলার।

অ্যাডিডাসের প্রচারণামূলক 'মেসি১০' ক্যাম্পেইনের জন্য বিশেষ এই বুটটি পরবেন নির্বাচিত ১০ ফুটবলার। নারী-পুরুষ মিলিয়ে এই ফুটবলারদের অবশ্য মেসি নিজেই বাছাই করেছেন। এর আগে

১০/১০ অর্থাৎ অক্টোবরের ১০ তারিখকে 'মেসি ডে' বা মেসি দিবস পালন করে অ্যাডিডাস। 'মেসি১০'ও সেই উদ্যোগের অংশ।

ইয়ামাল ছাড়াও এই আরও যাঁরা এই প্রচারণায় যুক্ত আছেন, তাঁরা হলেন ক্লদিও এচেভেরি, জেডিন শ, আন্তনিও নুসা, জোয়েল এনদালা, লিন্ডা কাইসেদো, ভিকি লোপেজ, কেনান ইলদিজ, আসান উয়েদরাওগো এবং এলিয়েসে বেন সেগির।

এর আগে এই উদ্যোগ নিয়ে মেসি বলেছিলেন, 'ফুটবল আমার আবেগ।

অ্যাডিডাসের সঙ্গে নিজের বুট নিয়ে আসতে পারাটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। আমি এই তরুণদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ যে তারা এই বুট পছন্দ করেছে এবং এগুলো পরে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

মেসির নামাঙ্কিত বুট পরে মাঠে নামার দিনটি অবশ্য ভালো যায়নি ইয়ামালের। লাস পালমাসের বিপক্ষে তাঁর দল বার্সেলোনা হেরেছে ২-১ গোলে।

সিটিকে আরও হারিয়ে সালাহ বললেন, 'এটাই হয়তো শেষ ম্যাচ'

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি মৌসুমে অবিশ্বাস্য ছন্দে আছেন মোহাম্মদ সালাহ। বিশেষ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সালাহকে যেন থামানোই যাচ্ছে না। টানা ৬ ম্যাচে করেছেন ৭ গোল। লিগে ১৩ ম্যাচে করেছেন ১১ গোল, সঙ্গে ৭টি গোলও বানিয়েছেন।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০ ম্যাচে সালাহর গোল ১৩টি, গোলে সহায়তা ১১টি। সর্বশেষ গতকাল রাতে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২,০ গোলের জয়ে এক গোল করার পাশাপাশি অন্যটিতে সহায়তা করেছেন সালাহ। লিগে এ নিয়ে টানা ৪ ম্যাচ হারল সিটি, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ৭ ম্যাচের ৬টিতেই হেরেছে পেপ গার্দিওলার দল।

তবে এমন দুর্দান্ত ছন্দে থাকার পরও লিভারপুলে সালাহর সময়টা কাটছে অনিশ্চয়তায়। এমনকি আগামী মৌসুমে তাঁর অ্যানফিল্ডের ক্লাবটিতে থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত

নয়। সালাহ নিজেও তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছেন।

জানিয়েছেন, লিভারপুলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি সন্দিহান। আর এর মধ্যে যদি চুক্তি নবায়ন না হয়, তবে মৌসুম শেষেই হয়তো নতুন ক্লাব খুঁজে নিতে হবে 'মিসরীয় রাজা',খ্যাত এই ফুটবলারকে।

এটাই লিভারপুলের হয়ে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে সালাহর শেষ ম্যাচ কি না, জানতে চাইলে স্কাই স্পোর্টসকে এই ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'সত্যি বলতে বিষয়টা আমার মাথায় আছে। এখন পর্যন্ত এটাই সিটির বিপক্ষে লিভারপুলের হয়ে আমার শেষ ম্যাচ, আমি ম্যাচটা স্রেফ উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। এখানকার পরিবেশ অবিশ্বাস্য ছিল, তাই প্রতিটা মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি। আশা করি, আমরা লিগ জিততে পারব এবং তারপর দেখা যাক কী হয়।'

এ নিয়ে ৮ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বললেন সালাহ। এর আগে গত সপ্তাহে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে জয়ের পরও লিভারপুলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্তব্য করেন সালাহ।

সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এখন ডিসেম্বরের প্রায় কাছে আছি এবং ক্লাবে থাকার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো প্রস্তাব পাইনি। এর ফলে আমি যতটা ভেতরে আছি, তার চেয়ে বেশি বাইরে আছি। আমি ক্লাবকে ভালোবাসি, সমর্থকেরা আমাকে ভালোবাসেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টা আমার কিংবা সমর্থকদের হাতে নেই। এখন দেখা যাক কী হয়।'

সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, সালাহর প্রতিনিধি ও লিভারপুল কর্তৃপক্ষ চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত সবকিছু ইতিবাচক আছে। যদিও সালাহর চুক্তি নিয়ে আলোচনা সব সময় জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হয়।

এর আগে সর্বশেষ সালাহ চুক্তি নবায়ন করেছিলেন ২০২২ সালে। নতুন করে চুক্তি নবায়ন না হলে নতুন ক্লাব খোঁজার উদ্যোগ জানুয়ারির শীতকালীন দলবদল থেকেই নিতে পারেন এই মিসরীয় তারকা।

এদিকে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপ,এর বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, ৩২ বছর বয়সী সালাহকে ফ্রি ট্রান্সফারে দলে টানতে আগ্রহী পিএসজি। সালাহ নাকি এ বিষয়ে ফরাসি ক্লাবটির সঙ্গে কথাও শুরু করেছেন। দলের আক্রমণভাগে কিলিয়ান এমবাপ্পের শূন্যতা পূরণে সালাহকে নিতে চায় পিএসজি। চলতি মৌসুম শেষেই লিভারপুলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে সালাহর।

গোলাপি বলে কী করে বল করবেন, বুঝে গিয়েছেন সিরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বার অস্ট্রেলিয়া সফরে অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে ৩৬ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। সেই লজ্জা এখনও বয়ে বেড়াতে হয় তাদের।

এ বার অ্যাডিলেড টেস্টে যাতে সে রকম কিছু না হয়, তা নিশ্চিত করতে চান মহম্মদ সিরাজ। গোলাপি বলে বল করার রহস্যও জেনে ফেলেছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের পর সিরাজ বলেছেন, গোলাপি বলে ব্যাক অফ দ্য লেংথ বল করাই সঠিক বলে আমার মনে হয়। কারণ বল পিচে পড়ার পর খুব বেশি সুইং পাওয়া যায় না। তাই সেলাই কাজে লাগিয়ে যত বেশি পিচে ঠুকে বল করা যায় তত ভাল।

সিরাজের সংযোজন, আমি শুনেছি আলোর নীচে গোলাপি বল ভাল সুইং করে। তবে রাতের আলোয় আমি গোলাপি বলে বল করিনি। অ্যাডিলেডে গিয়ে অনুশীলন করার সময় সেটা করার

চেষ্টা করব। যত বেশি অনুশীলন করব তত এই বলে বোলিং করার কৌশল জানতে পারব।

সাফল্যের জন্য যশপ্রীত বুমরাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন সিরাজ। ফর্মে ফেরানোর জন্য বুমরার সাহায্য নিয়েছেন। পার যবথ টেস্টে ৭১ রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন সিরাজ। তাঁর কথায়, সব সময় জস্ সি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। প্রথম ম্যাচের আগে নিজের ফর্ম নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও আমাকে একটাই কথা বলেছিল; উইকেটের পিছনে ছুটো না। স্রেফ একটা জায়গায় বল করে যাও। নিজের বোলিং উপভোগ করো। উইকেট না পেলে আমাকে এসে বোলো। আমি নিজের বোলিং উপভোগ করেছি এবং উইকেটও পেয়েছি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**